তৎপরে মাতা ও কন্যা একটী ঘরে উঠিয়া মাদুরে আসন পরিগ্রহ করিলেন। ক্রমে শিশুটী তাঁহাদের নিকট আনীত হইল।

রায় গৃহিণী। (ছেলেটীকে কোলে লইয়া) ওমা কি সুন্দর ছেলে! বিদ্যারত্ন মশাইএর ত বেশ নাতি হয়েছে!

নয়ন-তারা। কি সুন্দর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি দেখ!

এই বলিয়া ঘন ঘন তার মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎপরে রায় গৃহিণী দুই হাতে দুইটী মোহর দিয়া শিশুটীকে পিতামহীর ক্রোড়ে ফিরাইয়া দিলেন। গহনাগুলি অগ্রেই রায় মহাশয় গোপনে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হস্তে দিয়াছিলেন; সুতরাং সেগুলি আজ শিশুর অঙ্গেই রহিয়াছে। শিশুটীকে ফিরাইয়া দিয়াই মাতা ও কন্যাতে যাইবার জন্য উঠিলেন। বিদ্যারত্ন-গৃহিণী অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন "একটু মিষ্টি মুখ করে যেতেই হবে।"

রায় গৃহিণী। (হাসিয়া) সকালে উঠেই এসেছি এখনও নাওয়া হয় নি। আমি না নাইলে কিছু মুখে দিতে পারিনে। নিতান্তই যদি মিষ্টি মুখ করতে হবে, তবে আমার মেয়ের হাতে কিছু দিন। (নয়ন-তারার প্রতি) একটু মিষ্টি মুখ কর, নইলে তিনি বড় দুঃখ করবেন।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) তবে অল্প একটু কিছু দিন।

ইহার পর বিদ্যারত্ন-গৃহিণী তাঁহাদের দু'জনকে লইয়া নিজের গৃহস্থালির সমুদয় বিষয় দেখাইলেন। শোবার ঘর, রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর, ঠাকুর ঘর, পড়োদের থাকবার ঘর, গোয়াল ঘর, খিড়কী, খিড়কীর বাগান প্রভৃতি কিছুই বাকী রহিল না। সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

নয়ন-তারা বাড়ীতে আসিয়া রায় মহাশয়কে বলিলেন—"ও বাবা পণ্ডিত মশাইএর বাড়ীটি কি সুন্দর! তোমাকে তা কি বলব, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একেবারে যেন ঝর্‌ঝর্‌ করছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ী এমন পরিষ্কার হতে পারে তা আগে জানতাম না। রায় মহাশয় বলিলেন—"ও গো যারা ভাল হয়, তারা সকল দিকেই ভাল হয়।"

অদ্যকার দিন নয়ন-তারার চিত্তের প্রসন্নতাতেই গেল। যে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি ও ভক্তি, পিতা যে তাঁহার ব্যয়ের এতটা সাহায্য

করিলেন, ইহাতে তাঁহার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইয়াছে। সেই আনন্দেই তিনি অদ্যকার দিন যাপন করিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় অন্ত আর পড়াইতে আসেন নাই, তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পরিচর্য্যাতেই ব্যাপৃত রহিয়াছেন। কিন্তু সে জন্য নয়ন-তারার খালি খালি বোধ হয় নাই। হরেন্দ্র সেই সময়ে আসিয়া অনেকক্ষণ একত্র যাপন করিয়া গিয়াছেন। দুইজনে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তদ্দ্বারা নয়ন-তারা অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারিয়াছেন, সে জন্যও মনটা বড়ই প্রসন্ন রহিয়াছে।

কিন্তু হায়! অদ্যকার দিন যখন শেষ হইল তখন নয়ন-তারা স্বপ্নেও জানেন নাই যে সেদিন তাঁহাদের জন্য এক ভয়ানক দুর্ঘটনা অপেক্ষা করিতেছে, এবং যে রজনী চিত্তের প্রসন্নতাতে আরম্ভ হইতেছিল, তাহা গভীর মনোবেদনাতে অবসান হইবে। সে দুর্ঘটনাটী কি তাহা বলিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ বর্ণন করা আবশ্যক। রেলওয়ে ষ্টেশনে নয়ন-তারাকে অপমান করাতে দক্ষিণ পাড়ার সেন বাবুদের বাড়ীর দুইজন লোককে হরেন্দ্র ভয়ানক মারিয়াছিলেন এ সংবাদ অনেকেই অবগত হইয়াছেন। তাহারা ধনী লোক, চুঁচড়ার বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের সন্তান, তাহারা সহজে ছাড়িবে কেন? তাহারা প্রথমে জানিতে পারে নাই, কে মারিয়া গেল। পরে লোক পরম্পরায় শুনিল হরেন্দ্র চাটুয্যে নামে হুগলী কালেজের একজন মাষ্টার মারিয়াছে। প্রথমে তাহারা ভাবিল যে নালিশ করিবে। কিন্তু এ বিষয়ে বোধ হয় লোকে তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিয়া দিয়াছে। হয়ত বলিয়াছে—"বড় লোক পিছনে আছে, তোমরাই যে উকীল বারিষ্টার নিযুক্ত করবে তা নয়, তারাও করবে, তার পর কথাটা যখন উঠবে যে তোমরা মেয়েটীকে অপমান করেছিলে, তখন কি সাজা হবে? বড় জোর দু'পাঁচ টাকা জরিমানা হবে।" যাহা হোক সাত পাঁচ ভাবিয়া তাহারা নালিশ হইতে বিরত হইয়াছে। কিন্তু যে লোকটী অধিক প্রহার খাইয়াছিল তাহার নাম গোষ্ঠবিহারী, সে চুঁচড়ার একটী বিখ্যাত অসচ্চরিত্র লোক। সে অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকে। সেখানে থিয়েটারে অভিনয় করে, এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গেই বেড়ায়। তাহাকে লোকে প্রায় কোনও সময়েই প্রকৃতিস্থ দেখিতে পায় না; সর্ব্বদাই সুরার নেশার ঝোঁকে থাকে। এমন দুষ্কর্ম্ম নাই যে সে করে নাই।

একবার থিয়েটারের একজন অভিনেত্রীকে সঙ্গে করিয়া টলিতে টলিতে কলিকাতার বাড়ীতে উপস্থিত। নিজের শয়ন ঘরে তাহাকে লইয়া গিয়া স্ত্রীকে বলিল, "উঠে লুচি, তরকারি করে আমাদের খাওয়া" স্ত্রী যদি অস্বীকার করিল, তখন একখানা ছোরা বাহির করিয়া তাহাকে কাটিতে গেল। তখন ভদ্রলোকের মেয়ে প্রাণভয়ে জানালা দিয়া বাহিরের রাস্তায় লাফাইয়া পড়িল। সে যাত্রা গুরুতর আঘাত পাইয়াও কোনও রূপে বাঁচিল। আর একবার রাত্রি দুইটার সময় সেই বেচারিকে ধরিয়া বাহিরের রাস্তায় লইয়া গিয়া, তাহার পরিধানের সাড়ী খুলিয়া গ্যাস পোষ্টের দুইদিকে দুই হাত দিয়া, বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। পাহারাওয়ালা আসিয়া খুলিয়া দেয়। সেই বারে স্ত্রীলোকটী অপমানে আত্মহত্যা করে। এইরূপে সে একটী স্ত্রী হত্যা করিয়াছে; আবার আর একটীকে বিবাহ করিয়া মারিবার জন্য লাগিয়াছে। সেই গোষ্ঠবিহারী কি সহজে ছাড়িবার পাত্র? সে যখন দেখিল নালিশে হইবে না, তখন আর এক উপায় স্থির করিল। কলিকাতায় আপনার ইয়ারদলের সাহায্য চাহিল। তাহারা স্থির করিল, যে একদিন অপরাহ্ণে তাহারা চারি পাঁচজন চুঁচুড়াতে আসিবে, এবং হরেন্দ্র যখন দুই একজন বন্ধুর সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়ায়, তখন মিছা একটা ছলে বিবাদ বাধাইয়া একটা দাঙ্গা করিবে। তদনুসারে একদিন তাহারা আসিয়াছিল। কিন্তু মাতালের বুদ্ধি। কোন কাজই সুরার উত্তেজনা না হইলে হয় না। প্রায় সকলেই অতিরিক্ত পরিমাণে সুরাপান করিয়া আসিয়াছিল। স্পোর্টিং ক্লবের খেলার পর, হরেন্দ্র একটী বন্ধুর সহিত কথা কহিতে কহিতে গঙ্গার ধারের রাস্তাতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাহারা কয়েক জন পশ্চাৎ হইতে তাঁহাদের দুই জনকে ধাক্কা মারিয়া সম্মুখে গেল। সঙ্গের লোক বলিলেন,— "লোক গুলো কেমন অভদ্র দেখেছেন, ধাক্কা মেরে গেল।" হরেন্দ্র বলিলেন— "মদের গন্ধ পেলে না? ওরা কি আর প্রকৃতিস্থ আছে?' তাঁহাদের কথা শুনিয়াই, উক্ত দলের মধ্যে একজন কোমর বাঁধিয়া ও আস্তিন গুটাইয়া বলিল—"এস না বাবা ফাইট করা যাক।" হরেন্দ্র তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন— "ওদের সঙ্গে কথা বলো না, চল আমরা চলে যাই," এই বলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছেন, অমনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি আসিয়া, তাঁহার গ্রীবাদেশে এক ঘুষি

মারিল, এবং তদ্দণ্ডেই অপর কয়েক জন আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। হরেন্দ্র যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বামহস্তে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তখানি এমন করিয়া ধরিলেন, যে ঘুষি মারা দূরে থাক, তাহার নড়া চড়া দুষ্কর; এবং দক্ষিণ হস্তে দুই জনকে ধাক্কা দিয়া পাঁচ হাত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে স্পোর্টিং ক্লবের ছেলেরা পশ্চাতে আসিতে আসিতে এই সংবাদ পাইয়া, মার মার করিয়া ব্যাট ও ব্যাটের কাঠি হস্তে দৌড়িয়া আসিল। তাহাদিগকে দেখিয়াই আক্রমণকারী দল পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। ছেলেরা কিয়দ্দূর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিল। মাতালেরা কি দৌড়িতে পারে? ছুটিতে ছুটিতে একটার ঘাড়ে অপরটা পড়িল, কোনটা আছাড় খাইয়া মাটিতে গড়াগড়ি গেল, কোনটার মাথা বৃক্ষের গায়ে ঠুকিয়া গেল। ছেলেরা হরেন্দ্রের আদেশে অনুসরণ ত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে ফিরিল।

এই ঘটনা কয়েক দিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছে। হরেন্দ্র এ সব বিবরণ রায়-পরিবারের কাহাকেও কিছু বলেন নাই; কেবল নয়ন-তারাকে বলিয়াছিলেন "কাল এক মাতাল দলের সঙ্গে দাঙ্গা হতে হতে গিয়েছে।" অদ্য রাত্রে আহারের পর রায় মহাশয় ও গৃহিণী সবে গিয়া শয়ন মন্দিরে বসিয়াছেন,নয়ন-তারা টেবিলের উপরে বাতিটী রাখিয়া পড়িতে বসিবার আয়োজন করিতেছেন এমন সময় ভবন-পার্শ্বস্থ রাজপথে একটা মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। কে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"দরওয়ান! দরওয়ান! বাতি নিয়ে এস, বাতি নিয়ে এস, মানুষ খুন হয়েছে।"—এই কথা শুনিয়াই রায় মহাশয় গাড়ি বারাণ্ডায় বাহির হইলেন ও দ্বারবানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারবান বলিল,—"হরেন বাবুকো মার ডালা" এই কথা শুনিবামাত্র তিনি যেন আর চোকে কাণে দেখিতে ও শুনিতে পান না! "হরেনকে খুন করেছে" গৃহিণীকে এইমাত্র বলিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলেন। গৃহিণীও "ওমা সে কি গো, ওমা সে কি গো" বলিতে বলিতে নীচের দিকে অগ্রসর হইলেন। যেই এই কথা শোনা, অমনি নয়ন-তারা যেখানে ছিলেন সেখানে কে যেন তাঁহাকে মাটীতে পুতিয়া দিল। এই ধাক্কা সাম্‌লাইতে তাঁহার কয়েক সেকেণ্ড গেল। অবশেষে তিনিও বাতিটি লইয়া নীচের দিকে ছুটিলেন। তাঁহারা গাড়ি বারাণ্ডার নিকট পৌছিতে না পৌছিতে দেখিলেন, লোকে ধরাধরি করিয়া হরেন্দ্রকে আনিতেছে। ঘাড়

ভাঙ্গিয়া মাথা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ; চেতনা নাই ; দেখিলেই মৃত বোধ হয় ; রক্তে কাপড় চোপড় ভাসিয়া গিয়াছে! এই অবস্থায় তাঁহাকে ভিতরের হলে আনিবামাত্র গৃহিণী দেয়ালে মাথা রাখিয়া ভ্রমী গেলেন। "জল আন, পাখা আন, বাতাস কর" এই শব্দ চারিদিকে উত্থিত হইল। নয়ন-তারা, বাতিটী রাখিয়া, পাখা, জল প্রভৃতি আনিয়া মাতার ও আহত ব্যক্তির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। সুরেশচন্দ্র বাড়ীর গাড়ি যুতিয়া ডাক্তার আনিতে গেলেন। ডাক্তার বাবু আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"গুরুতর ক্ষতি কিছুই হয় নাই; আঘাতটা খুব লেগেছে ও অনেকটা রক্ত গিয়েছে। সেরে উঠতে কয়েক দিন লাগ্‌বে"। তিনি যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"আজকার রাত্রের মধ্যে চেতনা না হলে আপনারা ভয় পাবেন না ; একটা ঔষধ রৈল, চেতনা হলেই খাওয়াবেন।" অচেতন অবস্থাতে কি কি করিতে হইবে ও কি কি ঔষধ দিতে হইবে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ডাক্তার বাবু গেলেই, হরেন্দ্রকে উপরে রায় মহাশয়ের পার্শ্বের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। গৃহিণী বলিলেন—"ওর চৈতন্য না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এ ঘর হতে নড়্‌তে পারবো না।" তাঁহাকে অনেক বুঝান হইল কোনও মতেই শুনিলেন না। অবশেষে তাঁহার জন্য আর একখানি নেয়ারের খাট আনিয়া, সেই ঘরের এক পার্শ্বেই তাঁহার শয্যা করিয়া দেওয়া হইল। তিনি সেখানেই শয়ন করিলেন। একে একে গৃহের সকলেই স্ব স্ব শয়ন-মন্দিরে গিয়া শয়ন করিলেন ; কেবল সৌদামিনী ও নয়ন-তারা রোগীর শুশ্রূষার জন্য জাগিয়া রহিলেন। সৌদামিনী রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত বসিয়া বাতাস করিলেন ও মাথাতে ঔষধ দিলেন ; দুইটার পর জননীর পার্শ্বে গিয়া শয়ন করিলেন, নয়ন-তারা তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন।

রাত্রি যখন ৫টা, পূর্ব্বাকাশে অরুণের প্রভা দেখা দিতেছে, সুপ্তোত্থিত বিহঙ্গম কুল ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হরেন্দ্র চক্ষু মেলিলেন। চক্ষু মেলিয়া বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অবশেষে নয়ন-তারার মুখে দৃষ্টি পড়িল।

নয়ন-তারা। (মুখের নিকট নত হইয়া) আমাকে কি চিনতে পারছেন?

হরেন্দ্র। (ক্ষীণস্বরে) হাঁ।

নয়ন-তারা। কে বলুন দেখি?

হরেন্দ্র। মিস রায়।

নয়ন-তারা। অমন করে চারিদিক দেখছেন কেন?

হরেন্দ্র। আমি কোথায় আছি?

নয়ন-তারা। আমাদের বাড়ীতে।

হরেন্দ্র। এখানে কি ক'রে এলাম?

নয়ন-তারা। আপনাকে রাস্তাতে মেরে ফেলে গেছিল, আমরা তুলে এনেছি।

হরেন্দ্র। (গৃহিণীর খাটের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া) ও কে?

নয়ন-তারা। ওখানে মা ও সন্তু ঘুমুচ্চেন। আপনি আর কথা কবেন না, এই ঔষধটা খান, খেয়ে চুপ করে ঘুমুন। আমি বসে বাতাস করি।

এই বলিয়া ঔষধটা খাওয়াইয়া দিলেন। অবশিষ্ট রাত্রিটা এই ভাবে কাটিয়া গেল। রজনী প্রভাত হইলে গৃহিণী উঠিয়া যখন হরেন্দ্রকে সচেতন দেখিলেন, তখন—"চোক চেয়েছ বাবা" বলিয়া একেবারে আসিয়া তাঁহার শয্যার উপরে পড়িলেন। বোধ হইল, যেন হরেন্দ্র হাত বাড়াইয়া তাঁহার পদদ্বয় অন্বেষণ করিতেছেন। নয়ন-তারা বলিলেন,—"মা তোমার পাদধূলো নিতে চাচ্চেন।" গৃহিণী অমনি আপনার পদধূলি লইয়া হরেন্দ্রের মস্তকে দিয়া বলিলেন,—"বেঁচে থাক, তোমার সব আপদ বালাই কেটে যাক।" ক্রমে রায় মহাশয়ও আসিলেন। হরেন্দ্র তাঁহারও পদধূলি লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন।

নয়ন-তারা। বাবা, তোমার পাদধূলো নিতে চাচ্চেন।

রায় মহাশয়। থাক, থাক, ওই হয়েছে।

নয়ন-তারা। পাদধূলাটা দেওনা বাবা, নিতে চাচ্চেন।

রায় মহাশয় একখানি পা খাটের উপরে তুলিলে, হরেন্দ্র পদধূলি লইলেন।

দেহে বল থাকার এমনি গুণ, হরেন্দ্র দুই দিনের মধ্যেই উঠিয়া বসিলেন। এই দুই দিন সৌদামিনী ও টুনী দিন রাত্রি তাঁহার সেবা করিলেন। একজন যায় একজন থাকে। নয়ন-তারা সর্ব্বদা থাকিতে পারেন না, তাঁহার উপরে সংসারের ভার। মাতা ঠাকুরাণীর হাত পায়ে যেন বল নাই, তিনি হরেন্দ্রের ঘরে সর্ব্বদা আছেন বলিলেই হয়, কিন্তু

তাঁহার দ্বারা কোনও কাজ হয় না। হরেন্দ্র উঠিয়া বসিলে, রায় মহাশয় তাঁহার মুখে পূর্ব্বকার দাঙ্গার বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং ইহাও শুনিলেন, যে গোষ্ঠবিহারীও তন্মধ্যে ছিল। তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না, যে তাহারাই গুণ্ডা লাগাইয়া মারিয়াছে। ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"সহজে ছাড়া হ'বে না, একটু অনুসন্ধান কর্‌লেই ধর্‌তে পারা যাবে, একবার ঝুটাপুটী করে দেখ্‌তে হচ্ছে।" হরেন্দ্র বলিলেন,—"আমার ইচ্ছা নয় যে কিছু করা হয়, যারা এমন কাপুরুষ যে অন্ধকারে লোক দিয়ে মারে, তাদের ঘৃণা পূর্ব্বক উপেক্ষা করাই ভাল।" সুতরাং মাম্‌লা মোকদ্দমার চেষ্টা আর হইল না।

এই রায় পরিবারের কেহই আতিথ্যে কম নয়। কর্ত্তা ও গৃহিণীর কথাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুরেশচন্দ্রের যে হরেন্দ্রের প্রতি এতটা অবজ্ঞার ভাব আছে, তিনিও এই কয়দিন দিনে দুইবার হরেন্দ্রের নিকট আসিয়া বসিতেছেন ও আবশ্যকমত সাহায্য করিতেছেন। নন্দরাণী সময় পাইলেই আসিতেছেন। পটলাত তার মাষ্টারের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া আছে; হরেন্দ্র যখন যাহা হুকুম করিতেছেন, তখনি তাহা সম্পাদন করিতেছে। টুনীরত কথাই নাই। সে দিনে দশবার এই ঘরে আসিতেছে; হরেন্দ্র শুইয়া থাকিলে তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া থাকিতেছে এবং দাঁড়াইয়া থাকিলে গলা ধরিয়া ঝুলিতেছে। জননী উপস্থিত থাকিলে এক একবার বলেন,—"তুই যে ওকে বিরক্ত ক'রে তুল্‌লি! গলা ধরে ঝুলিস্‌নে, লাগ্‌বে।" হরেন্দ্র বলেন,—"না আমার লাগ্‌ছে না।" ফল কথা টুনীর এই শিশুর মত সরল ব্যবহারটা তাঁর বড় মিষ্ট লাগে। অগ্রে সৌদামিনীরও হরেন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞার ভাব ছিল। বোধ হয় জ্যেষ্ঠের নিকট পাইয়াছিলেন। তিনিও এতদিন একটু দূরে দূরে থাকিতেন। এই কয়দিনে হরেন্দ্রের নিকট থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার সে ভাবটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একদিন নয়ন-তারাকে বলিয়াছেন,—"দিদি, তুমি হরেন বাবুকে কেন এত শ্রদ্ধা কর ও ভালবাস তা বুঝেছি, কি মানুষ!" সৌদামিনীর এই ভাবের পরিবর্ত্তনে হরেন্দ্র অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। নয়ন-তারার কথা আর কি বলিব। কলুর বলদ যেমন ঘানিগাছের চারিদিকে ঘোরে, তেমনি তিনি এই কয়দিন এই ঘানিগাছের চারিদিকে ঘুরিতেছেন। সংসার দেখিতেছেন, কর্ম্ম কাজ করিতেছেন, আসিতেছেন, যাইতেছেন, অথচ প্রধান মন প্রাণ ও প্রধান আকর্ষণ এখানেই

রহিয়াছে। ঔষধটী খাওয়াবার সময় খাওয়ান, বিছানাটী বদলিয়া দিবার সময় বদলিয়া দেওয়া, পথ্যটী যোগাইবার সময় যোগান, যথাসময়ে যথারীতিতে সমুদায় হইতেছে। তদ্ভিন্ন অনেক সময় হরেন্দ্রের নিকটে বসিয়া ভাল ভাল বৈ পড়িয়া শুনাইতেছেন। দশ দিনের পরেই হরেন্দ্র কাজে যাইতে সমর্থ হইলেন। এই দশ দিনে রায় পরিবারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গাঢ়তা প্রাপ্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আর একদিনের বিবরণ বলিতে যাইতেছি। কিন্তু তদগ্রে আরও কিছু বক্তব্য আছে। রায় মহাশয়ের পরিবার পরিজনের সকলের পরিচয় এখনও দেওয়া হয় নাই। তাঁহার পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রীগণ ব্যতীত আরও কতকগুলি পোষ্য আছে, তাহাদের সংখ্যা বড় অল্প নহে। সে গুলির উল্লেখ আরম্ভ করিলে সকলের বোধ হইবে, তাঁহার ভবনটী একটী প্রাণি-বাটিকা বা জুওলজিকাল গার্ডেন বিশেষ। বাল্যকাল হইতে রায় মহাশয়ের ইতর প্রাণী পোষার বাতিকটী বেশ আছে। পটল তাঁহার এই বাতিকটী বহুল মাত্রায় পাইয়াছে। পটলের চেষ্টাও রায় মহাশয়ের সাহায্যে দেড় বৎসরের মধ্যেই এই জুওলজিকাল গার্ডেনটী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভবনের উত্তর দিকে, রন্ধনশালার পশ্চাতে একটী স্বতন্ত্র বাড়ী আছে, তাহা তাঁহার অশ্বশালা বা গোশালা। সে বাড়ীতে গাড়ি ঘোঁড়া থাকে; এক পার্শ্বে কোচম্যান ও সইস সপরিবারে বাস করে, অপর পার্শ্বে কয়েকটী বিলাতি ও ভাগলপুরে গাই আছে। রন্ধনশালার ভিতর দিয়া এ বাড়ীতে আসিবার একটী ছোট দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া আসিয়া গৃহিণী ও নয়ন-তারা যে এ বাড়ীরও তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন, তাহা বাড়ীটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়; কারণ বাড়ীটী এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে অনেক বাঙ্গালি ভদ্র লোকের বসতবাটীও সেরূপ পরিষ্কার নহে।

গাভীগুলির কেহ দশ সের, কেহ বার সের দুধ দিয়া থাকে; সুতরাং রায় মহাশয়ের ভবনে, দধি, দুগ্ধ, মাখম, ছানা, ঘৃত প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণেই প্রস্তুত হয়। এ সকলের জন্য বাজারে যাইতে হয় না। বরং সর্ব্বদাই ঘৃত, মাখম প্রভৃতি কলিকাতায় কনিষ্ঠের বাড়ীতে এবং চুঁচড়ার গৌরীপদ রায় মহাশয়ের ভবনে ও অন্যান্য বন্ধুদের ভবনে প্রেরিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ঐ গোয়ালের এক পার্শ্বে কয়েকটী রামছাগলও আছে, তাহারা ছেলেদের গাড়ি টানে।

এ দিকে রন্ধনশালার সংলগ্ন প্রাঙ্গণে ও তৎপূর্ব্বদিকে প্রায় চারি পাঁচ কাঠা জমি লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া একটী ছোট খাট ধরণের পশুশালা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; সেটী পটলের প্রধান কীর্ত্তি। তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জানোয়ারের জন্য নানা আকৃতির কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘর হইয়াছে। সেখানে সজারু, খরগোস, গিনিপিগ, বিলাতি ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, ভোঁদড়, নেউল প্রভৃতি নানা জাতীয় জন্তু আছে। বাহিরে এক প্রকাণ্ড খোপে সিরাজু, লক্কা, নোটোন প্রভৃতি নানা জাতীয় পারাবত, ও ভাঁড়ারের দাওয়াতে খাঁচার মধ্যে টিয়া, শালিক, ময়না, মনিয়া, শ্যামা প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী আছে। এ সমুদায়ের তত্ত্বাবধান করা পটলের ভার। এ জন্য একজন স্বতন্ত্র ভৃত্যও আছে। জানোয়ারগুলির পরিচর্য্যার কিছুমাত্র ত্রুটী হয় না। আর কেনই বা হইবে? কেবল পটল যে এ কার্য্যে ব্রতী আছে তাহা নহে। তাহার অনেকগুলি চেলাও আছে। চেলারা এরূপ আগ্রহের সহিত আপনাদের শক্তি সামর্থ্য ভলণ্টিয়ার করিয়াছে, বোধ হয় সেরূপ আগ্রহের সহিত কুমারী নাইটিঙ্গেল ক্রিমিয়ার সমরক্ষেত্রে যান নাই। প্রথম চেলা টুনী। সে ত পটলের বুদ্ধি বিদ্যা দেখিয়া গদ গদ! সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে আছে, এবং সকল কাজেই সহায়। দিনে দশবার ঝগড়া হয় সত্য, কিন্তু দিনে দশবার ভাবও হয়; এবং পটল যতই উপহাস, বিদ্রূপ, তিরস্কার করুক না কেন টুনী সমুদায় সহিয়া, কুকুরের মত পশ্চাতে পশ্চাতেই ফেরে। একটী নূতন জন্তু আসিলেই জিজ্ঞাসা করে—"ছোড়দা ও কি খাবে?" পটল বলে—"র'সনা ছাবি! দেখ্‌বি এখন কি খায়!" টুনী একেবারে তটস্থ, না জানি কি মহা আবিষ্কারই হইবে। সে তন্মনা হইয়া প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করে। তৎপরে চেলা, সুরেশের কন্যা ও পুত্র, চপলা ও সুধীশ; তাহারাও পায় পায় আছে; এবং যাহার প্রতি যে আদেশ হইতেছে, তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতেছে। তৎপরে চেলা

কোচম্যানের একটী পুত্র, এবং পাড়ার দুই গোয়ালার ছেলে। ইহাদিগকে চেলা বলিলেও হয়, গুরু বলিলেও হয়; কারণ কোন্ প্রাণী কি খায়, কার কি স্বভাব, এবং কার খাদ্য কোথায় মিলে, এ সকল সংবাদ তাহারাই আনে; এবং জানোয়ারদের পীড়া হইলে ডাক্তারি তাহারাই করিয়া থাকে।

পটলের আর একটী চেলা আছে, তার নাম টাইগার বা বাঘা। সে একটী প্রকাণ্ড দো-আঁসলা কুকুর। তার নাম যে কেন টাইগার হইল তা বলা যায় না। তাহার স্বভাব চরিত্র ব্যাঘ্রের মত কিছুই নয়। ব্যাঘ্রের সাদৃশ্যের মধ্যে দেহটী বৃহৎ ও গায়ে ডোরা ডোরা আছে। চক্ষু দুটী লাল, সেই লাল চক্ষু দুটী ও বিস্তীর্ণ হাঁটী দেখিলে ভয় হয়। কিন্তু তাহার প্রকৃতি ও মেজাজ ব্যাঘ্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। সে যে শিশুদের কত উপদ্রব সহ্য করে, দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কখনও তাহাকে "ষ্ট্যাণ্ড অপ্ ষ্ট্যাণ্ড অপ্" বলিয়া দুই পায়ের উপরে বসাইতেছে; কখনও সেলাম করাইতেছে; কখনও হাঁ করাইয়া জিভ টানিয়া বাহির করিতেছে; কখনও ছাগলের গাড়িতে যুতিয়া টানাইতেছে; কখনও কাণ ও লাঙ্গুলের অকথ্য দুর্দ্দশা করিতেছে; কিছুতেই টাইগারের দ্বিরুক্তি নাই; রাম গঙ্গা কিছুই বলে না; পড়িয়া পড়িয়া সহ্য করে এবং দেখিলে বোধ হয় যেন তাহাতে সুখ পায়। প্রথম প্রথম কোনও নূতন প্রাণী বাড়ীতে আনা হইলে, সে হয়ত এক আধটু বিক্রম প্রকাশ করিত, দুই একবার ডাকিয়া দৌড়িয়া যাইত, কিন্তু পটলের বেত দুই এক ঘা খাইয়া বুঝিয়া লইয়াছে, যে তাহারাও তাহার সমাধিকারী। তাই সে ঘুমাইয়া থাকিলে কখনও কখনও খরগোসগুলা আসিয়া তাহার লেজে কামড়ায়; সে উঠিয়া যায়, কিন্তু কিছুই বলে না।

তবে তাহার বিক্রমের মধ্যে চারিটী দেখিতে পাই। প্রথম, সন্ধ্যার পর সে যখন গাড়ি বারাণ্ডাতে শুইয়া থাকে, তখন বৃক্ষের শুষ্ক পত্রে বাতাস লাগিয়া বা অন্য কোনও রূপে সাড়া শব্দ হইলে, অথবা অন্য কাহারও ঘোড়া, গাড়ি বাড়ীর মধ্যে আসিলে ডাকিয়া থাকে। দ্বিতীয়, যদি কখনও কোনও নর্দ্দামা হইতে কোনও ইন্দুর বা ছুঁচা বাহির হয়, তাহা হইলে এরূপ উৎসাহের সহিত তাড়া করে, যে শিকারীদের কুকুর তত উৎসাহে বাঘ মারিতে যায় না। নর্দ্দামার ইন্দুরগুলির প্রতি এতই বিরাগ, কিন্তু পোষা ইন্দুরকে কিছু বলে না;

ইহার কারণ বলিতে পারি না। বোধ হয় কখনও দেখিয়া থাকিবে, যে পটল নর্দ্দামার ইন্দুরগুলিকে পর ও শত্রু মনে করে। তৃতীয়, অন্যের বাড়ীর বিড়াল এ বাড়ীতে আসিবার যো নাই। আসিলেই তাড়া করে; কিন্তু বাড়ীর বিড়ালগুলিকে কিছু বলে না। চতুর্থ, শিশুদল খেলিতে খেলিতে ঝগড়া করিলে মধ্যস্থতা করিয়া থাকে। তাহারা মারামারি করিয়া আসিয়া যদি বলে, 'টাইগার! টাইগার! দেখ দেখি আমাকে মার্‌চে"—তখন একবার মুখ তুলিয়া "ঘেও" করিয়া আক্রমণকারীকে বকিয়া দেয়। এইজন্য লোকে বলে সে ছেলেদের মুরুব্বি।

টাইগার ব্যতীত এ বাড়ীতে আর একজন আছে, তাহার নাম টাইনী। টাইনী একটী ছোট কুকুর। লম্বে এক হাত, উর্দ্ধে আধ হাত হয় কিনা সন্দেহ। টাইনীর বর্ণটী পাটকিলা, কাণ দুটী খরগোসের ন্যায়, মুখটী ও চক্ষু দুটীর কোলে কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু দুটী যেন জ্বলিতেছে। টাইনী নরলোকে বড় আসে না; অর্থাৎ নীচের তালায় প্রায় নামে না। উপরের তালায় সুরেশচন্দ্রের মহলে, যেখানে টুনী, সুধীশ ও মিনী প্রভৃতি খেলা করে, সেইখানেই সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়। তাঁর আদর দেখে কে? প্লেটে করিয়া ভাত না দিলে, তাঁর খাওয়া হয় না; চেয়ারের গদিটীর উপর না হইলে শোওয়া হয় না। টাইনী যখন নরলোকে নামে, তখন টাইগারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তখন সে টাইগারকে বিরক্ত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করে। টাইগার ঘুমাইয়া থাকে, টাইনী বলে "ওঠ, ওঠ খেলা করি।" এই বলিয়া তাহার কাণে ও লেজে কামড়াইয়া টানাটানি করে; টাইগার তাহা গ্রাহ্য করে না। বোধ হয় ভাবে একে স্ত্রীজাতি তাহাতে দুর্ব্বল। এই ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়া শুইয়া থাকে।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন এক মহা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পটলের প্রাণিবাটিকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা পড়িয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে পটল একটী সুন্দর হরিণশিশু কিনিয়াছিল। সে আসা অবধি শিশুদলের আর বিশ্রাম ছিল না। তার রূপগুণের কতই প্রশংসা! ধনীরা রাজার ছেলের এত প্রশংসা করে না। টুনী ঘুমুরের মালা গাঁথিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়াছিল। সে যখন ঝুম ঝুম করিয়া ছুটিত তখন শিশুদল স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইত। কয়েক দিন হইল, অবোধ পশু লোহার জালের মধ্যে একখানি পা পুরিয়া দিয়া পাখানি

ভাঙ্গিয়াছিল। তদবধি তাহার চিকিৎসার কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। কয়েক দিন ধরিয়া কোচম্যানের ছেলে কত পাতা লতা আনিয়া পায়ে বাঁধিয়া দিয়াছে; কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হয় নাই। অদ্য অপরাহ্ণে সেই হরিণশিশু হরিণলীলা সম্বরণ করিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, শিশুদলে কি বিপদ উপস্থিত। তাহারা হরিণশিশুকে গঙ্গার ধারে কবর দিয়া আসিয়া, সকলেই শোক-শয্যায় শয়ন করিয়াছে; আর উঠিতেছে না। পটলের শোকটা বোধ হয় আসল ঘনীভূত শোক, অপরদিগের শোকটা অনেকটা দেখাদেখি; তাহা না হইলে চপলা, সুধীশ, মিনী সকলেই শুইবে কেন? যাহা হউক তাহারা আজ কেহ উঠিতেছে না, সন্ধ্যার সময়ে সকলে শয্যায় পড়িয়া আছে। গৃহিণী যাইতে আসিতে তাহাদিগকে শয়ান দেখিয়া বলিতেছেন,—"মরণ আর কি, পড়ে থাকবার রকম দেখ।"

ওদিকে আজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন। রায় মহাশয় প্রথম সাক্ষাতের দিনে পরেশনাথ রায়কে যে বলিয়াছিলেন, একদিন একটু উপাসনার আয়োজন করে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনা যাবে, তদনুসারে অদ্যকার আয়োজন। তাঁহার আদেশানুসারে মহেন্দ্রনাথ কলিকাতায় গিয়া ব্রাহ্মপ্রচারক মহাশয়দিগকে চুঁচড়ার বাড়ীতে আসিয়া উপাসনা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা আজ তিন চার জনে আসিবেন, নয়ন-তারা বৈকাল হইতে তাঁহাদের অতিথি সৎকারের জন্য ব্যস্ত আছেন।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইলে মহেন্দ্রনাথ ও হরেন্দ্র তাঁহাদের কলিকাতাবাসী বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে উপাসনার্থ উপস্থিত হইলেন। বৈঠক ঘরের পাশের ঘরে উপাসনার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। নয়ন-তারা অগ্রেই সেখানে বসিবার আসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একে একে পরিবারস্থ সকলে যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় গৃহিণী ও কন্যাদিগের পার্শ্বে ভক্তিভাবে সমাসীন হইলেন। আসিলেন না কেবল সুরেশচন্দ্র ও শিশুগণ। সুরেশচন্দ্র না আসাতে মহেন্দ্রনাথের কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হইল না; কারণ তিনি জানিতেন এ সকল বিষয়ে তাঁর অনুরাগ নাই; কিন্তু এ বাড়ীর শিশুদিগকে তিনি অতিশয় ভালবাসেন, তাহারা না আসাতে খালি খালি বোধ হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেন "ছেলেরা কোথায়?"

গৃহিণী। সে গুলোর আজ বাপ্ মা মরেচে, তাই শোক কর্‌চে।

মহেন্দ্রনাথ! (হাসিয়া) সে কি রকম?

গৃহিণী। কয়দিন হ'ল পটলা একটা হরিণের বাচ্ছা এনেছিল, সেই বাচ্ছাটা লোহার জালে একখানা পা গলিয়ে দিয়ে, পাখানা ভেঙ্গে ফেলে ক'দিন ধরে পড়ে ধুসছিল; সে কদিন ওগুলোর নাওয়া খাওয়া একেবারে ঘুচে গিয়েছিল; আজ সেই বাচ্ছাটা মরেছে, তাই সকলগুলো শোকে বিছানায় অঙ্গ ঢেলে পড়ে আছে। (সকলের হাস্য)।

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) তুমি বল্‌ছিলে বাপ মা মরেছে, আমি দেখি বাপ মারও অধিক। আমরা মোলে কি এত শোক কর্‌বে!

সৌদামিনী। (জননীর প্রতি) কি করে সেটাকে গোর দিতে নিয়ে গিয়েছিল, তা বুঝি দেখনি? কোথা থেকে একটা ছোট খাট যোগাড় করে, তাতে সাদা কাপড় দিয়ে বিছানা করে, তাকে শুইয়ে, বাঁকারী বেঁধে শাল চাপা দিয়ে খাট ঘিরে, লায়েল্লা কর্‌তে কর্‌তে নিয়ে গিয়েছে। (সকলের হাস্য)।

পরেশনাথ। এরা লায়েল্লা শিখ্‌ল কোথা থেকে?

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) আমাদের কোচম্যানের একটা ছেলে আছে. সেটা ওদের গুরু, এটা বোধহয় তারই উপদেশ। (সকলের হাস্য)।

গৃহিণী। (সৌদামিনীর প্রতি) সদি! হতভাগাগুলোর কাণ ধরে তুলে আনগে ত? তাদের শোক করা বার কর্‌ছি।

মহেন্দ্রনাথ। না না থাক! ঐ ওদের উপাসনা।

ব্রহ্মোপাসনান্তে রায় মহাশয় অতিথিদিগকে সঙ্গে করিয়া সপরিবারে আহার করিলেন। সুরেশচন্দ্র আহারের সময় আসিয়া যুটিলেন; কিন্তু বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিলেন না। আহার শেষ হইবামাত্র আবার সরিয়া পড়িলেন। এটা নয়ন-তারার ভাল লাগিল না। রায় মহাশয় নিজে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন এবং গৃহাগত অতিথিদিগের আদর অভ্যর্থনা করিতে কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের ভাব অন্যপ্রকার। কিছুই যেন তাঁহার মনের মত হইতেছে না। তিনি যাহা চান সবই তাহার বিপরীত ঘটিতেছে। তিনি চান তাঁহাদের বাড়ীতে হরেন্দ্রের

গতিবিধি না থাকে; নয়ন-তারা তাহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া না পড়ে; বাড়ীতে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মদের অধিকার স্থাপন না হয়; সমাবস্থ লোকদিগের সঙ্গেই তাঁহাদের আত্মীয়তা হয়; গরীব ও হীনাবস্থ লোকেরা একটু দূরে দূরে থাকে। কিন্তু প্রতিদিনের ঘটনা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে। পিতা মাতা হরেন্দ্রকে দিন দিন আপনার লোক করিয়া তুলিতেছেন; তাহার কর্ম্ম ছাড়ান হইল না; নয়ন-তারাকে কিছুই বলা হইল না; সবই সুরেশের চক্ষে খারাপ লাগিতেছে। কেবল তাহা নহে, পিতার ব্যবহার সম্পূর্ণ তাঁহার মনের অনভিমত। তিনি মানুষের সহিত মিশিবার সময়, ধনী দরিদ্রের ভেদ ভুলিয়া যান; কেবল গুণ দেখিয়া মানুষকে ভালবাসেন। দৃষ্টান্তস্থল মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মহেন্দ্রনাথ হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ২৫৲ টাকা বেতনে মাষ্টারী করেন; তাঁহার পরিধানে মলিন বস্ত্র; ঝলঝলে বোতাম-বিহীন পিরাণ; পায়ে চটি জুতা; দেখিলে ভাট বামন বলিয়া মনে হয়! ধনীদের দ্বারে গেলে দ্বারবান নিশ্চয় তাড়াইয়া দেয়; কোনও আফিসে বা আদালতে গেলে হয়ত বাহিরের বেঞ্চে দুই ঘণ্টা বসাইয়া রাখে। তাহাতে আবার বাহ্যবস্তুর প্রতি অতিরিক্ত অনাস্থা বশতঃ অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। মস্তকের কেশগুলিতে একটু একটু হাত দিলে ওপ্রকার অযত্নসম্ভূত গুল্মরাশির মত দেখায় না! মুখে মধ্যে মধ্যে এক আধটু সাবানের প্রলেপ পড়িলে, কপালের প্রান্তে ও চক্ষের কোলে ওপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ রেখা আর থাকে না। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের সে খেয়াল নাই। ক্ষৌরকারের ব্যয়টা বাঁচাইবার জন্যই হউক, অথবা প্রেততত্ত্বের সহিত শ্মশ্রুর কোনও নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে বলিয়াই হউক, তিনি শ্মশ্রু রাখিয়াছেন। লোকে উঠানে গাছ পুতিলে তাহার একটু যত্ন করে; কিন্তু মহেন্দ্রনাথের শ্মশ্রুর প্রতি কিছুমাত্র যত্ন নাই। যত্নের মধ্যে কাহারও সহিত কথা কহিবার সময়, বিশেষতঃ তর্ক করিবার সময়, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলিকে চিরুণীস্বরূপ করিয়া, দক্ষিণ দিকের শ্মশ্রুগুলি আঁচড়াইয়া থাকেন। তাহাতে এই হইয়াছে, এক দিকের শ্মশ্রুগুলি বাড়িয়া গিয়াছে। একে কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি, তাহাতে এরূপ শ্মশ্রুগুলি, দূর হইতে মুখ ও শ্মশ্রু স্বতন্ত্র করিয়া চেনা যায় না। সমগ্র মুখখানি একখানি মৌচাকের মতই দেখায়। কাজেই তাঁহার চেহারা দেখিলে শিশুরা ভয় পায়, ভদ্রমহিলারা

মুখ সিঁটকান, ও বাবুরা মনে মনে অবজ্ঞা করেন। ইহার উপর মহেন্দ্রনাথের একটু সক আছে। সেটী প্রতিদিন স্নানের পূর্ব্বে অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া, আভাগু করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে সরিশার তৈল মর্দ্দন। একেতো তৈলাক্ত-দেহ, তাহার উপরে চুঁচুড়া সহরের রাজপথের ধূলি, উভয়ের সংযোগে মহেন্দ্র বাবুর কৃষ্ণবর্ণ রূপটীর উপরে অনেক পর্দ্দা কালিমা পড়িয়াছে। সুতরাং ব্যাপারটা কি দাঁড়াইয়াছে সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এরূপ যার চেহারা ও এরূপ যার সামাজিক অবস্থা, তাঁহাকে যদি সুরেশচন্দ্র পছন্দ না করেন, তাহা হইলে কি আমরা তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারি! কিন্তু এরূপ লোকই রায় মহাশয়ের অন্তরঙ্গ আত্মীয়। প্রাতে বা সন্ধ্যাতে মহেন্দ্রনাথকে একবার না দেখিলে তাঁর দিন চলে না। অন্তঃপুরেও তাঁহার অবারিত গতি। এ সকল সুরেশচন্দ্রের মনঃপূত নয়। মহেন্দ্র বাবুর পোষাক পরিচ্ছদ ও তৈলাক্ত গাত্রের গন্ধ প্রভৃতি লইয়া গৃহিণী ও সন্তানদিগের মধ্যে অনেক হাসাহাসি হয়। নয়ন-তারা সে সব পছন্দ করেন না। সৌদামিনীর সঙ্গেত তাঁর এই জন্য ঝগড়াই হয়। সৌদামিনী বলেন;—"দিদি! ধন্যি তোমার সহিষ্ণুতা! আমিত বাপু তোমার মহেন্দ্র বাবুর গায়ের গন্ধে কাছে দু'দণ্ড বসতে পারি না। নোংরা হওয়া বুঝি ধার্ম্মিকের একটা লক্ষণ? এমন ধর্ম্ম মাথায় থাক!" নয়ন-তারা বলেন;—"তোরা কেবল মানুষের খোসাটা দেখিস্ বৈত নয়"। কিন্তু চক্ষের অগোচরে যতই হাসাহাসি ও তর্ক বিতর্ক হউক না কেন, রায় পরিবারের মহিলারা সকলেই মহেন্দ্রনাথকে ধার্ম্মিক ও ভক্ত মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মোপাসনার পরদিন সন্ধ্যাকালে নয়ন-তারা ও নন্দরাণী উভয়ে সুরেশচন্দ্রের শয়ন-মন্দিরে খোকা বাবুকে লইয়া খেলা করিতেছেন। নন্দরাণী পালঙ্কে সমাসীনা, নয়ন-তারা সন্নিকটে দাঁড়াইয়া খোকাকে লইয়া লুফিতেছেন ও ইংরাজী, বাঙ্গলা, নানা কর্মে আদর করিতেছেন;—

Dance up baby dance up high,
Never mind baby mother is nigh.

আবার বুকে চাপিয়া ঘন ঘন মুখে চুম্বন পূর্ব্বক;—

ধন ধন ধন, অমূল্য রতন,
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথাই জীবন।

উঁ—হুঁ—হুঁ—এটা যেন মোমের পুতুল, ইচ্ছে করে কচি হাতখানা খাই! (নন্দরাণীর প্রতি) ভাই এ ছেলেটা কিন্তু আমার, দেবেত?

নন্দরাণী। তা দেবনা কেন? এখনি নেও, তা হলেত বেঁচে যাই। তোমার কাছে শিক্ষা পাবে, ওরত সেটা সৌভাগ্য।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) আর দিতে হয় না গো! ওরে এমন পুতুলটা কি কেউ প্রাণধরে দিতে পারে? (খোকার গাল টিপন ও তাহার ঠোঁট ফুলাইয়া ক্রন্দন) না মণি! কেঁদনা মারি নি আদর করেছি!

নন্দরাণী। আর ভাই তুমিত বিয়ে কর্‌লে না, তা হ'লে এমন মোমের পুতুল তোমার কোলেই হ'ত।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) ওঃ বুঝেছি গো বুঝেছি! আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে সমুদয় রাজ্যিটার রাণী হয়ে ঘরকন্না কর্‌তে চাও।

নন্দরাণী। তা বল্‌বে বৈ কি? তোমাকেত ভাই কথাতে কেউ পার্‌বে না।

নয়ন-তারা। (নন্দরাণীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া) ওগো বৌ-রাণি! আমি কোথাও যাব না, তোমাকে চিরদিন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাব।

ইত্যবসরে সুরেশচন্দ্র সায়ংকালীন বায়ু সেবন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন-তারা নন্দরাণীর কণ্ঠালিঙ্গন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুরেশচন্দ্র। (নয়ন-তারার প্রতি) বোস্ বোস্! উঠলি কেন?

নয়ন-তারা। না, যাই।

সুরেশচন্দ্র। বোস্ না একটা কথা আছে।

নয়ন-তারা। (বসিয়া) কি কথা।

সুরেশ। সে দিন একটা কথা বললাম আর তুই ফোঁস করে উঠলি; এখন কি হলো?

নয়ন-তারা। কেন কি হয়েছে?

সুরেশ। আর বিশ্মী হতে বাকি কি থাক্‌ল? বাবাকে শুদ্ধ বেহ্মা কর্‌বার যোগাড় করেছিস্।

নয়ন-তারা। কি তুমি বেহ্মা বেহ্মা কর! যত ছেপ্‌লা লোকের সঙ্গে মেশ বৈত নয়; তাদের বোল চাল শিখ্‌ছ। বাবাকে কিসে ব্রাহ্ম কর্‌লাম?

সুরেশ। ব্রাহ্মেরা এসে বাড়ীতে উপাসনা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লো, এখনত লোকে আমাদের ব্রাহ্মই বল্‌বে।

নয়ন-তারা। ব্রাহ্মেরা এসে ভগবানের নাম শোনালে যদি ব্রাহ্ম বলে, তাহলে বাবা যে পণ্ডিত মশাইকে ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করে মাকে শোনাতে অনুরোধ করেছেন, তা কর্‌লে আবার হিন্দু বল্‌বে। ফলকথা মানুষের বলাতে কি করে, তারা ত কত কথাই বলছে। আমরা সকল প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হয়ে রয়েছি; বাড়ীতে মাঝে মাঝে একটু ভগবানের নাম হয় এটা কি ভাল নয়?

সুরেশ। এবার তুই ধর্ম্মের ছালা বাঁধবি দেখ্‌ছি?

নয়ন-তারা। তুমি ফের ছেপ্‌লাম আরম্ভ কর্‌লে? তুমি দিন দিন কি হয়ে উঠছ? এতগুলি ভদ্রলোক কল্‌কাতা থেকে এলেন, একরাত বাড়ীতে থাক্‌লেন, বাড়ীতে পরমেশ্বরের নাম হ'ল, তুমি বাড়ীর বড় ছেলে, একবার সেখানে গিয়ে একটু বস্‌লে না! তাঁরা কি মনে কর্‌লেন?

সুরেশ। কি আর মনে কর্‌বেন, বাবা স্বয়ং আছেন, যা কর্‌বার তিনি করছেন, আমরা থাকলাম, না থাকলাম, তাতে কি আসে যায়?

নয়ন-তারা। বলি উপাসনাতে একটু বসলে গায়ের মাস কি কেউ ক্ষুর দিয়ে কেটে নিত?

সুরেশ। আমার ও ভণ্ডাম ভাল লাগে না।

নয়ন-তারা। ভণ্ডামটা কি?

সুরেশ। মানি না, বুঝি না, ভড়ঙ্গ করে, চোক বুজিয়ে বসে থাকব; সেটা আমি পারি না।

নয়ন-তারা। মাননা বোঝনা আবার কি? একজন ঈশ্বর আছেন সেটাত মান, তাঁর নামটা শুনলে কি পাপ হয়?

সুরেশ। তোরে কে বল্‌লে আমি ঈশ্বর মানি? আমি ঈশ্বর টীশ্বর কিছু বুঝ্‌তে পারি না।

নয়ন-তারা। ওমা বিছমল্লায় গলদ। এতদূর গড়িয়েছে তাত জানতাম না।

সুরেশ। তোরা যেমন সোজাসুজী দেখিস্, মোটামুটি বুঝিস্, আমরা তেমন বুঝতে পারি না। ঈশ্বর ব'লে একটা কিছু ধরে ছুঁয়ে পাই না।

নয়ন-তারা। ধরে ছুঁয়ে পাও বুঝি কেবল চপ্ ও কাটলেট্, মদের গ্লাস ও আমোদ প্রমোদ ?

সুরেশ। তাত বটেই, এ গুলো ত হাতে হাতে পাই ; এ গুলো ছেড়ে বুঝি আকাশে খড়ি পেতে, আলেয়ার পিছে ছুট্‌তে হবে ?

নয়ন-তারা। শ্রাদ্ধটা এতদূরে গড়িয়েছে বাবা তা জানেন না ; জানলে তাঁর চক্ষুটা আর একটু ফুটত।

সুরেশ। দেরী নেই, বাবার চক্ষু তুই ফোটাবি ? এই যে ব্রাহ্মদের উপাসনাটা হ'ল এটা বোধ হয় তোর পরামর্শ।

নয়ন-তারা। কার পরামর্শ তা তোমাকে বল্‌তে গেলাম কেন ? তুমিত বাপু অতিথি ধর্ম্মটাও করলে না ; এতগুলি ভদ্রলোক বাড়ীতে এলেন, একবার গিয়ে ভদ্রতাটাও রাখ্‌লে না।

সুরেশ। বুঝতে পারিস্ নে, যাদের চাল চলন ভাল লাগে না, যাদের দেখ্‌লে রাগ হয়, তাদের কাছে গিয়ে মানুষ কি ভদ্রতা করতে পারে ?

নয়ন-তারা। কেন, তাঁরা এমন দুষ্কর্ম্ম কি করেছেন, যে জন্যে তাঁদের দেখ্‌লে রাগ হয় ?

সুরেশ। রাগ হবে না ? কতগুলো নিষ্কর্ম্মা লোক, কাজ কর্ম্ম ছেড়ে বসে বসে খায়, না আছে পরণে ভাল কাপড়, না আছে পায়ে ভাল জুতো, স্ত্রী-পুত্রের পেটে অন্ন যায় না, ব্যারাম হ'লে একটু ঔষধ পায় না ; এইটা বুঝি ধর্ম্ম ? এদিকে মনটি একেবারে অভিমানে পূর্ণ, আমরা সপ্তম স্বর্গের কাছে উঠেছি ! আমি এ সব লোক দেখ্‌তে পারি নে।

নয়ন-তারা। আমরা এই রকম অধম হয়ে গিয়েছি বটে ! নিজেরা ত আপন আপন সুখে ডুবে আছি ; নিজেদের স্বার্থ ত্যাগের শক্তি নেই ; অন্যেরা স্বার্থ ত্যাগ করলে তা বোঝবারও সাধ্য নেই। তুমি যে গুলো দোষ বল্‌লে, ও গুলো কি প্রশংসার বিষয় নয় ? কেন তাঁরা কর্ম্ম কাজ করলে কি সুখে থাক্‌তে পারতেন না। দেশের জন্যেই ত সর্ব্বস্ব দিয়েছেন।

সুরেশ। (বিদ্রূপ করিয়া) আ মরি ! কি দেশহিতৈষিতা গো ! দেশে যত কুড়ে লোক আছে, পরের খেয়ে বেড়ায়, সব এইরূপ দেশ-হিতৈষী।

নয়ন-তারা। (কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে) যাও, তুমি মানুষের গুণ দেখ্‌তে

জান না। তুমি এই ভদ্রলোকদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছ, আমি যদি তোমার বন্ধুদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করি, তাহলে আর রক্ষে থাকে না।

সুরেশ। আ মরি! কি ব্যবহারই কর।

নয়ন-তারা। সে কি! আমাদের আতিথ্যের কি কোনও ত্রুটি হয়? তাঁদের আদর যত্ন করা, খাওয়ান, দেখাশুনা, এ সকল কি আমরা করি না?

সুরেশ। আমিত তা বল্‌ছি না। বাবার খাতিরে তা করিস্‌। বেচারারা একটু মেশবার জন্যে পাগল হয়, আর তোরা একেবারে দু'শ হাত তফাতে ফেলিস্‌।

নয়ন-তারা। সেত ভালই করি। ভদ্রলোকের মেয়েদের একটা ভদ্রতার আবরণ থাক্‌বে না? আত্মীয়তাটা অসঙ্গত রকম বাড়তে দেব কেন? আর তোমার যে সব বন্ধু আত্মীয়তা কর্‌বার লোকই বটে!

সুরেশ। ভদ্রলোকদের সঙ্গে আত্মীয়তা কর্‌বি কেন, আত্মীয়তা কর্‌বি যত বাপে তাড়ান, মায়ে খ্যাদান, বেস্মা গোঁড়াদের সঙ্গে।

নয়ন-তারা। দাদা! তুমি ভদ্রলোকদের মান রেখে কথা কইতে ভুলে যাচ্ছ।

সুরেশচন্দ্র তখন অতিশয় উত্তেজিত। হরেন্দ্র চাটুর্য্যে ও নয়ন-তারা এক সঙ্গে দুইটা নাম তাঁহার মনে উদয় হইয়াছে। তিনি আর চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। এক একবার ইচ্ছা হইতেছে ভগিনীকে দুই কথা শুনাইয়া দেন, রাধুঁনী বামনীর ছেলের সঙ্গে মিশিয়া, সে যে তাঁহাদের বংশের অনুচিত কার্য্য করিতেছে, তাহা ভাঙ্গিয়া বলেন; কিন্তু তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হইবে, যে সে আবেগ তিনি সম্বরণ করিলেন। গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"আমাদের বাড়ীতে এই একটা অশান্তির কারণ এসে জুটল।"

নয়ন-তারা। (একটু হাসিয়া) আমরা কি শিক্ষাই পেয়েছি! বাড়ীতে ঈশ্বরের উপাসনা হবে সেটাও অশান্তির কারণ।

সুরেশ। মান্‌লাম যেন ঈশ্বর আছেন, তাঁর আবার উপাসনা কেন? তিনি আঁচড়ান না, কামড়ান না, গুঁতোন না, তবে মশাই গো, রক্ষা কর গো, মের না গো বল্‌বার দরকার কি?

নয়ন-তারা। (ক্রুদ্ধ হইয়া) যাও তুমি বড় ছেপ্‌লা। যদি ভদ্র ভাবে কথা বল্‌তে না পার, তোমার সঙ্গে এসব বিষয়ে কথা বল্‌তে চাই না।

সুরেশ। (নয়ন-তারার ক্রোধ দর্শনে গরম হইয়া) তুই কথায় কথায় ছেপ্‌লা ছেপ্‌লা করিস্ কি? তুই বুঝি মনে করিস্ ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছিস্। তোর মতিগতি দেখি বদ্‌লে যাচ্ছে। কোথা থেকে একটা কণ্টক এসে যুটেছে, তোর চরিত্র খারাপ ক'রে তবে ছাড়বে।

নয়ন-তারা। কি! তুমি এত বড় কথা বল! (অভিমানে রক্তবর্ণ হইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান)।

সুরেশ। নয়ন-তারা! শোন্ শোন্!

আর শোনে কে, নয়ন-তারা গিয়া ঝনাত করিয়া নিজ শয়ন-গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া শয্যাতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এদিকে সায়ংকালীন আহারের সময় উপস্থিত। একে একে সকলেই আসিল, কেবল নয়ন-তারার দেখা নাই। কর্ত্তা তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসেন। তিনি আহারের সময় পিতার পাশেই বসেন, এবং—"বাবা এটা খাও—ওটা খাও—এ তরকারীটা ভাল হয়েছে, আর একটু নেও" ইত্যাদি বলিয়া পিতাকে খাওয়াইয়া থাকেন। সুতরাং নয়ন-তারা অনুপস্থিত থাকিলে, রায় মহাশয়ের আহারের সুখটা যেন অর্দ্ধেকের অধিক কমিয়া যায়। অদ্য নয়ন-তারাকে অনুপস্থিত দেখিয়া বলিলেন,—"নয়ন-তারা আস্‌ছে না যে?"

সুরেশ। দুই ভাই বোনে আজ ঝগড়া করেছি, তাই বোধ হয় আমার উপর রাগ ক'রে আছে। (সৌদামিনীর প্রতি) সদি! যাত, দিদীকে ডেকে আনগে? বলগে যা বাবা বসে আছেন, শীঘ্‌গির এস।

সৌদামিনী গিয়া অনেক ডাকাডাকি করিয়া আসিলেন, নয়ন-তারা দ্বার খুলিলেন না। ভিতর হইতে বলিলেন, "আমি খাব না তোরা খেগে যা।" তখন সুরেশচন্দ্র নিজ পত্নী নন্দরাণীকে পাঠাইয়া দিলেন। নন্দরাণী গিয়া দ্বারে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন;—"ঠাকুর ঝি! দোর খোল না ভাই! তোমার দাদা আমাকে পাঠিয়েছেন, কর্ত্তা খেতে পাচ্ছেন না, উঠে এস"। ঘরের ভিতর হইতে উত্তর আসিল, "না ভাই আমি আজ খাব না, তুমি বাবাকে গিয়ে বল আমার জন্যে অপেক্ষা না করেন।" শেষে সুরেশচন্দ্র নিজে উঠিলেন,—"আমি ধ'রে আন্‌ছি, ও যে ঠেঁটা ও কি যার তার কথায় আস্‌বে," এই বলিয়া নয়ন-তারার দ্বারে গিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন,—"নয়ন-তারা দোর খোল্,

শোন্ একটা কথা আছে।" ভিতর হইতে—"আমি খাব না, তোমরা খাওগে।"

সুরেশ। আচ্ছা না খাস খাবি না, দোর খুলে কথাটা শোন না।

নয়ন-তারা। (ভিতর হইতে) কি কথা বল না।

সুরেশ। কি জ্বালা বাহির থেকে কি চেঁচাচেঁচি করে কথা হয়?

অবশেষে নয়ন-তারা অনিচ্ছার সহিত উঠিয়া দ্বারটি খুলিয়া দিয়া, পালঙ্কোপরি মুখ ফিরাইয়া শয়ন করিলেন। সুরেশচন্দ্র তাঁহার মস্তকের নিকট বসিয়া, আস্তে আস্তে তাঁহার কুন্তলজাল গুছাইতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—"আমি একটা কথা বল্লাম, তাতে এত বড় রাগ কি কর্‌তে আছে? তাহলে ভাই বোনে মন খুলে কথাবার্ত্তা বলা ভার হবে।"

নয়ন-তারা। তুমি মন খুলে কথা বলেছ, তাতেত আমি চটিনি। তুমি আমাকে যে ভয়ানক কথা বলেছ, ভাই না হলে আর তোমার মুখ দেখ্‌তাম না।

সুরেশ। এত বড় কথা তোকে আমি কি বলেছি?

নয়ন-তারা। কেন, তুমি আমার characterএর উপর reflection করেছ?

সুরেশ। ছি! ছি!! এমন কথা বলিস্ নি। অন্যে তোর characterএর উপর reflection কর্‌লে, তার রক্ত দর্শন করি; আর আমি তোর characterএর উপর reflection কর্‌ব?

নয়ন-তারা। কেন, তুমি বলেছ—"তোর চরিত্র খারাপ করে ছাড়বে;" চরিত্র বল্‌লে কি বুঝায়?

সুরেশ। আমি কি তোদের মত অত বাঙ্গলা জানি? আবার যেটুকু জানি তাও রাগ হলে উড়ে যায়। আমার মতলবটা বুঝ্‌তে পারিস্ নি? আমার মতলবটা এই, তুই যেমন বল্‌লি ছেপ্‌লা লোকের সঙ্গে মিশে ছেপ্‌লা হয়ে যাচ্ছি, আমিও তেমনি বল্‌লাম ব্রাহ্ম গোঁড়াদের সঙ্গে মিশে তোর স্বভাব চরিত্রে যা ছিল না তাই হচ্চে। এতে এত রাগ কেন? তা হলেত আমারও লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকা উচিত ছিল।

নয়ন-তারা। যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞাসা কর, চরিত্র বল্‌লে ইংরাজীতে যাকে character বলে তাই বোঝায় কি না?

সুরেশ। আমি বাপু অত জানিনি। আমার বড় দুঃখু হচ্চে যে তুই এত বড় সাংঘাতিক কথাটা ভাবতে পারলি। আমি কি আমার বোন্‌দের চিনি না? আমি কি তোকে ভালবাসি না? আমি তোকে যা ভাবি তা তোর মুখের উপরে কি করে বলবো। তবে একটা কথা বল্‌তে পারি। এই বলিয়া অবনত হইয়া ভগিনীকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার কাণের কাছে ধীরে ধীরে বলিলেন; "I am proud of my sisters"—অর্থাৎ 'আমার বোনেদের আমি একটা অহঙ্কারের জিনিষ মনে করি'—এই কথা বলিয়া ভগিনীর কপোলে নিজ কপোল সংলগ্ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। অবশেষে উঠিয়া ভগিনীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "চল্ চল্ বাবা বসে আছেন।"

নয়ন-তারা ধীরে ধীরে উঠিলেন। সুরেশচন্দ্র নিজ বাম কক্ষের মধ্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি পূরিয়া লইয়া, তাঁহাকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া চলিলেন। সিঁড়ীতে নামিবার সময় নয়ন-তারা বলিলেন, "ছেড়ে দেও আমি আপনি যাচ্ছি।"

সুরেশ। না ছেড়ে দেব না।

সেই ভাবে দুইজনে আহারের স্থানে উপস্থিত। কর্ত্তা মহাশয় দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "একি সত্য সত্যই যে গিরফ্‌তার করে এনেছ! ভাই বোনে ভাব হয়েছে ত?

সুরেশ। তা আর হবে না? আমি জান্‌তাম আমি গেলেই ধরে আন্‌বো। (নয়ন-তারার প্রতি) তুই আজ আমার কাছে বোস্।

নয়ন-তারা। না, আমি বাবার কাছেই বস্‌বো।

এই বলিয়া পিতৃসন্নিধানে নিজের নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া আহারে ও পিতার পরিচর্য্যাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

৬ই অক্টোবর নয়ন-তারার জন্মদিন। এবার ৬ই অক্টোবর পূজার পরে পড়িয়াছে, অথচ তখনও পূজার ছুটী থাকিবে। পূজার সময় কলিকাতা হইতে বিনোদ, বিপিন প্রভৃতি তারাপদ রায়ের পুত্রকন্যাগণ এবং অবিনাশ, চারু, সরলা প্রভৃতি চুঁচড়ার গৌরীপদ রায় মহাশয়ের বাড়ীর ছেলেরা সকলে রায় মহাশয়ের ভবনে একত্র হইয়াছিল। তাহাদের কমিটীতে স্থির হইয়াছে, যে নয়ন-তারার জন্ম দিনে একটা খুব আমোদ প্রমোদ করা হইবে। আমোদ প্রমোদটা কিরূপ হইবে? কেহ কেহ প্রস্তাব করিল, যে প্রাতে বোটে করিয়া কোনও বাগানে গিয়া বনভোজন করা হইবে। সংবাদ দেওয়া আবশ্যক যে রায় মহাশয়ের একখানি চমৎকার গ্রীণ বোট আছে। তাহাতে বসিবার ঘর, শয়নের ঘর প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট রূপে সাজান। ঐ বোটের মাঝী ও মাল্লাগণ তাঁহার বেতনভোগী চাকর। তাহারা অন্য সময়ে গৃহের কাজ করে এবং বোট লইয়া যাইবার সময় হইলে বোট লইয়া যায়। এই বোটে করিয়া তিনি নিজে ও সপরিবারে সর্ব্বদাই গঙ্গাতে বেড়াইয়া থাকেন। বোটে বেড়ান এ বাড়ীর ছেলেদের পক্ষে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব শুনিয়া সৌদামিনী বলিলেন, "কি বাপু! নড়্‌তে চড়্‌তে এক বোট; বোটেত প্রতিদিন যাই।" অমনি দলশুদ্ধ ছেলে বলিয়া উঠিল, "না বোটে যাওয়া হবে না।" অবশেষে অবিনাশ প্রস্তাব করিলেন; "খুব সকাল সকাল খেয়ে, রেলগাড়ী রিজার্ভ করে, শিবপুর কোম্পানির বাগানে যাওয়া যাবে; সেখানে ছুপর বেলা খাওয়া ও খেলা হবে; সন্ধ্যার সময় চুঁচড়াতে এসে, সকলে একত্রে খাওয়া যাবে; তারপর গোলাপ-রাণীর খেলা হবে।" কোম্পানির বাগানের নামে, সকলেই, বিশেষতঃ ছোট ছেলেরা একেবারে নাচিয়া উঠিল; কারণ তাহাদের অনেকে কখনও কোম্পানির বাগানে যায় নাই। কিন্তু সকলেই বলিল, গোলাপ-রাণীর খেলাটা কি রকম? অবিনাশ বলিলেন, "সেটা এখন বলা হবে না; সে দিন দেখ্‌তে পাবি।" এটা অবিনাশ, বিনোদ ও সৌদামিনীর মধ্যে গোপন থাকিল।

কোম্পানির বাগানে যাওয়ার বিষয় স্থির হওয়া পর্য্যন্ত কয়েক দিন শিশুদের মনের আর বিশ্রাম রহিল না। কে কে যাবে, কিরূপে যাওয়া হবে, কি কি সঙ্গে লইতে হইবে, টাইগার ও টাইনী সঙ্গে যাবে কিনা, সর্ব্বদাই এই পরামর্শ; এবং প্রতিদিনই এই পরামর্শের জন্য গৌরীপদ বাবুর বাড়ীর বালকদের এ বাড়ীতে গতায়াত চলিতে লাগিল। টুনীর যেন সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহ, "মা তুমি যাবে কি না? বাবা তুমি যাবে কি না?" তাঁহারা উভয়েই বলিলেন, "না", টুনীর সেজন্য বড় দুঃখ হইল। শেষে সুরেশচন্দ্র ও নন্দরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! বৌ-দিদি! তোমরা নিশ্চয় যাবে," তাঁহারা বলিলেন—"না"।

টুনী। (নিরাশ ভাবে) কেন? তোমরা গেলে খুব আমোদ হবে।

সুরেশ। আমার কাজ আছে। ছেলেদের আমোদ, তোরা সকলে যাস্, তা হ'লে খুব আমোদ হবে।

অনেক কমিটী ও কন্‌ফারেন্সের পর স্থির হইল, যে এ বাড়ী হইতে নয়ন-তারা, সৌদামিনী, পটলা, টুনী, চপলা, সুধীশ ও মিনী এই কয়জন গৌরীপদ বাবুর বাড়ী হইতে অবিনাশ, চারু ও তাহাদের বোন্ সরলা কলিকাতা হইতে তারাপদ বাবুর পুত্রত্রয় বিনোদ, বিপিন, বিহারী ও তাহাদের দুই বোন, এই বৃহৎ সৈন্যদলটী যাইবে; টাইগার ও টাইনীকে সঙ্গে লইতে হইবে; চুঁচড়ার দলের সহিত কলিকাতার দলের হাবড়া ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হইবে; কলিকাতার দল টিফিনের বন্দোবস্ত করিয়া আনিবে, বৈকালে তিন দল একত্র হইয়া চুঁচড়ার বাড়ীতে আসিবে। সেইরূপ বন্দোবস্ত হইয়া রহিল। কিন্তু সুরেশচন্দ্র যদি না যান সঙ্গে যাইবে কে? একজন ভারি বয়সের লোক ত সঙ্গে যাওয়া চাই। গৃহিণী এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি হরেন্দ্রকে সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; তদনুসারে হরেন্দ্র প্রস্তুত হইলেন।

ক্রমে উদ্যান-যাত্রার দিন উপস্থিত। রজনী প্রভাত না হইতেই রায় মহাশয়ের ভবনে কল কল ধ্বনি উঠিয়াছে। উৎসাহে সে রাত্রি ছেলেদের ভাল নিদ্রাই হয় নাই; তাহারা পাঁচটা বাজিবার পূর্ব্বেই উঠিয়া যাত্রার আয়োজন করিতেছে; নন্দরাণী ভোরে উঠিয়া আহারের বন্দোবস্ত করিতেছেন; নয়ন-তারা ও সৌদামিনী স্নানাদি করিয়া প্রস্তুত হইতেছেন। শিশুরা তাড়াতাড়ি কোনও প্রকার নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া আহার সমাধা করিল! এত উৎসাহে

কি আর ভাল করিয়া আহার করিতে পারা যায়! হরেন্দ্র যথাসময়ে আসিয়া মেয়েদের সঙ্গে আহার করিলেন। আহার শেষ হইতে না হইতে দুইখানি বাড়ীর গাড়ী প্রস্তুত; শিশুরা তাহাতে চড়িয়া বসিয়াছে; তাহাদের কি আর বিলম্ব সয়? টাইনী সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া টুনীর কোলে বসিয়াছে। এই উৎসাহ-তরঙ্গের ধাক্কা যেন তাহার ক্ষুদ্র মনেও লাগিতেছে! সে সকল কথা বুঝিতে পারিতেছে না; কিন্তু এইমাত্র অনুভব করিতেছে যে কি একটা মহা কাণ্ড হইতে যাইতেছে; তাই সে লম্বা লম্বা কাণ দুটী খাড়া করিয়া প্রত্যেক কথা শুনিতেছে ও প্রত্যেকের প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। এমন সময়ে নয়ন-তারা ও সৌদামিনী আসিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। কর্ত্তা ও গৃহিণী তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী বারাণ্ডার সম্মুখস্থ দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। টাইগার কোথায় ছিল, দৌড়িয়া আসিয়া লাফাইয়া গাড়িতে উঠিতে গেল; হরেন্দ্র তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

রায় মহাশয়। টাইগারও যাবে নাকি?

গৃহিণী। হাঁ কুকুরটাও যাবে, যা নয় তাই।

পটলা। বাবা! ও আসুক, তা না হলে, ও সমস্ত দিন কাঁদবে।

গৃহিণী। কাঁদে কাঁদবে আর কুকুর নিয়ে যায় না।

টুনী। টাইনী যাচ্চে ও কেন যাবে না?

রায় মহাশয়। (টাইনীর দিকে চাহিয়া) তাই ত টাইনী যে সবার আগে উঠে বসেছে।

পটল। না বাবা ও যাক্ তা না হলে, খালি খালি লাগ্‌বে।

রায় মহাশয়। (হাসিয়া গৃহিণীর প্রতি) ও গো টাইগার না হলে ওদের দল ভাঙ্গা হয়ে যাবে, ওদের আমোদটা জমবে না। যাক্ যাক্, যা টাইগার যা।

পটল ডাকিবামাত্র টাইগার যেন প্রাণ পাইল; লম্ফ দিয়া গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া প্রসন্নচিত্তে বসিল।

যথাসময়ে সকলে গাড়ীতে গিয়া বসিলেন ও কল বল করিতে করিতে ও নানা কথা কহিতে কহিতে, কখন যে রেলে চড়িলেন, কখন যে হাবড়াতে পৌছিলেন, তাহা বুঝিতেও পারিলেন না। হাবড়াতে বিনোদ, বিপিন, বিহারী প্রভৃতি গাড়ী লইয়া প্রস্তুত। তাহাদিগকে দেখিয়াই চুঁচড়ার দলের আনন্দ দশগুণ হইয়া উঠিল। যে যার সমবয়স্ক সে তার সঙ্গে কত কথাই বলিল।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, চুঁচুড়া হইতেত হাবড়াতে আসা, ইহার মধ্যে ঘটনাটা এমন কি ঘটিল যে এতটা বর্ণনা চলে? তাহা বলিলে কি হয়, পূজার সময় সকলে একত্র হইয়াছিল, তারপর এতটা দিন গিয়াছে, ইহার মধ্যে এত বলিবার কথা যোগাইয়াছে, যে ডাক্তার ন্যান্‌সেন বোধ হয় উত্তর মেরু হইতে তত কথা আনেন নাই। যাহা হউক কিয়ৎক্ষণ আলাপের পরেই উদ্যানাভিমুখে যাত্রা করা হইল। এবারে যে যাকে অধিক ভালবাসে, সেই তার সঙ্গে বসিল। তাঁহারা যখন বাগানে পৌছিলেন,তখন হরেন্দ্র ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন ৯টা বাজিয়া ৩৬ মিনিট। তিনি সকলকে চীৎকার করিয়া বলিয়া দিলেন, "যে দিকেই যাও, আর যাই কর, বেলা ১২টার সময় বড় বট গাছের তলাতে যুটতে হবে; সেখানে টিফিনের পর খেলা হবে; পাতা ফুল প্রভৃতি ছিড়বে না; আমার এই বাঁশী দেখ, বাঁশীতে ফু দিলেই যে যেখানে থাক এসে যুটবে।" তাদের কি আর শোন্‌বার অবসর আছে! সকলে দল বাঁধিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। হরেন্দ্র বিনোদকে তাদের সঙ্গে থাকিতে আদেশ করিলেন। মিনী ছুটিয়া তাহাদের সঙ্গ লইতে পারিল না, কিন্তু চাকরের ক্রোড়েও থাকিতে চাহিল না, সে নামিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। টাইনী তাহার সঙ্গে রহিল ও পশ্চাতে অবিনাশ ও সৌদামিনী গল্প করিতে করিতে চলিলেন। নয়ন-তারা বেহারাকে বলিয়া দিলেন, "তোম্ মিনী বাবাকো লে কর্ সন্থ বাবাকে সাথ সাথ রহো।"

সকলে যখন চলিয়া গেল, তখন কেবল হরেন্দ্র ও নয়ন-তারা পশ্চাতে রহিলেন। নয়ন-তারা প্রেমপূর্ণ নয়নে হরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বড় ভাল লাগ্‌ছে।"

হরেন্দ্র সেই সরলতা ও মাধুর্য্যপূর্ণ দৃষ্টির উপরে দৃষ্টি ফেলিয়া একেবারে গলিয়া গেলেন। তিনি সে মুখের দিকে কতবার চাহিয়াছেন, সেই প্রফুল্ল ও প্রসন্ন চক্ষু দুটী কতবার দেখিয়াছেন, এবং দেখিয়া মনে মনে একপ্রকার আবেগও অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু আজ সেই মুখের দিকে চাহিয়া হৃদয়ে যে আবেগের উদয় হইল, তাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইল, নয়ন-তারাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া, সেই মুখখানি নিজ বক্ষস্থলে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "বল আমাকে ভালবাস কি না?"

কেন তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইল? নয়ন-তারা যে তাঁহাকে ভালবাসেন সে বিষয়ে কি তাঁহার কোনও সন্দেহ আছে? বোধ হয় তাহা নাই! তবে কেন এরূপ ইচ্ছা হইল? ইহার তত্ত্ব তাঁহারাই বলিতে পারেন, যাঁহারা জানেন যে "আমি তোমাকে ভালবাসি" এ কথাটী প্রণয়ীর কর্ণে সর্ব্বদাই অমৃত সমান বোধ হয়, দিনে যদি দুইশতবার শোনে তথাপি পুরাতন হয় না।

যাহা হউক হরেন্দ্র নিজ দশনের দ্বারা অধরপ্রান্ত চাপিয়া সে আবেগটা মনেই দমন করিয়া ফেলিলেন এবং নয়ন-তারার মুখ হইতে চক্ষু তুলিয়া দূরে যে টাইগার ছেলেদের সঙ্গে দৌড়িতেছে ও ডাকিতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কুকুরটা ডাক্‌চে কেন?"

নয়ন-তারা। খুব আনন্দ হয়েছে বলে। ওদের আনন্দ হলেই ডাকে।

হরেন্দ্র। জায়গাটা এমনি, যে এলে ইতর প্রাণীদেরও আনন্দ হয়।

নয়ন-তারা। আমার আজ বড় ভাল লাগ্‌ছে; বিশেষ আপনি সঙ্গে আসাতে বড় খুসী হয়েছি। আপনি কি ভাল! আপনি আস্‌তে রাজি না হলে আমরা কি কর্‌তাম? এমনি আমার প্রত্যেক জন্ম দিনে সঙ্গে থাক্‌বেন ত?

হরেন্দ্র। (ঈষৎ হাসিয়া) তা কি বলা যায়? কালচক্রে কে কোথায় গিয়ে পড়ে, তা কে বল্‌তে পারে।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) বুঝেছি; আমার কাছে থাক্‌তে ইচ্ছে নেই কি না, তাই অমন কথা বল্‌ছেন।

হরেন্দ্র। ইচ্ছে কর্‌লেই বা কি, মানুষের সব ইচ্ছে কি পূর্ণ হয়?

নয়ন-তারা। যা হোক্ আজ আমার জন্মদিনে আপনি সঙ্গে এসে, আমাকে খুব সুখী করেছেন।

উভয়ে এইরূপে নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে চলিলেন। পথিমধ্যে হরেন্দ্র একটী পুষ্করিণীর ধারে নামিয়া কতকগুলি জলজ লতা পাতা ও ফুল সংগ্রহ করিয়া, নয়ন-তারাকে উদ্ভিদ-তত্ত্ব বিষয়ে অনেক নূতন কথা শিখাইলেন। নানা দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে একবার ছোট বটবৃক্ষটীর তলে ছেলেদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা ইহাদের দুইজনকে দেখিবামাত্র হাসিয়া কলরব করিয়া দল বাঁধিয়া সেখান হইতে দৌড়িয়া আর এক দিকে চলিয়া গেল।

অবশেষে ১২টার কিঞ্চিৎ পরে সকলে বড় বটবৃক্ষটীর তলে গিয়া উপস্থিত। বিনোদ টিফিনের প্রচুর আয়োজন করিয়া আনিয়াছিল। লুচি, কচুরি, সন্দেশ, রুটী, মাখম, কলা, ডাব, লেমনেড, ইংরাজী বাঙ্গলা যে যা চায়, সকল প্রকার খাবার প্রস্তুত। দুইজন ভৃত্য বৃক্ষের ছায়ায় সতরঞ্চ বিছাইয়া দিল, তাহাতে কেহ শয়ন করিল, কেহ বসিল, কেহ গড়াইল; যাহা করে তাহাতেই আনন্দ। নয়ন-তারা সকলকে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিলেন। কোন সকালে সকলে খাইয়া আসিয়াছিল, তৎপরে অনেক দৌড়াদৌড়ি করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং শিশুদলের এক একজন প্রায় এক এক বৃদ্ধের খাবার খাইল। যাহাদিগকে ভালবাসি তাহাদের সঙ্গে বৃক্ষতলে এরূপ আহার করিতে বড়ই আনন্দ। টাইগার ও টাইনীরও যথেষ্ট খাদ্য যুটিল। আহারান্তে একটু পরেই শিশুদল খেলিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এইবার তাহারা চোর চোর খেলিবে। কিন্তু একটা বুড়ীত চাই। হরেন্দ্রকে সকলে বুড়ী হইবার জন্য ধরিয়া বসিল। "হে হরেন দাদা! আপনার দুটী পায়ে পড়ি, আসুন" এই বলিয়া একেবারে পাঁচ সাতজনে দুই হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। হরেন্দ্রের বড় ইচ্ছা নয় যে যান, তদপেক্ষা বসিয়া নয়ন-তারার সহিত গল্প করিতে ভাল লাগে। বোকা ছেলেগুলোত তা বোঝে না, যাকে ভালবাসে তাকেই চায়; তাঁহাকে বুড়ী হইতেই হইবে। টাইগার এই টানাটানি দেখিয়া মনে করিল, বুঝি সকলে হরেন্দ্রকে মারিতেছে, সে ডাকিয়া ছুটাছুটী আরম্ভ করিল। সৌদামিনী বলিলেন, "দূর হ বোকা কুকুর মারে নি আদর কর্‌ছে।" টাইগারের সে বুদ্ধি যোগায় না; চীৎকার করিয়া বাগান ফাটাইতে লাগিল। অবশেষে অবিনাশ উঠিয়া টাইগারকে তাড়িয়া গেলেন। এ দিকে টুনী হরেন্দ্রের গলা জড়াইয়া বলিল, "লক্ষ্মি হরেন দাদা! লক্ষ্মি, আসুন" এই বলিয়া তাঁহার মুখে চুম্বন করিল।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) যে মিষ্টি কিস্ দিয়েছে, আর বসে থাক্‌তে দিলে না।

সৌদামিনী। যাচ্চেন যান, কিন্তু একটু পরেই আস্‌তে হবে, তাস খেল্‌তে হবে।

হরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন। অবিনাশ টাইগারকে তাড়াইয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলেন, যে বটগাছের গুঁড়ির গায়ে লোকে ছুরি দিয়া

নিজ নিজ নাম ও নানা রকম লিখিয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া লেখাগুলি পড়িতে লাগিলেন। তিনি যদি দাঁড়াইলেন, তবে সৌদামিনীও উঠিয়া গেলেন, এবং দুইজনে ছুরি দিয়া নিজ নিজ নাম লিখিতে আরম্ভ করিলেন। নয়ন-তারা মিনীকে দুধ খাওয়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুক্ষণ খেলিয়াই হরেন্দ্র বিনোদকে বুড়ী করিয়া দিয়া মেয়েদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এইবার হরেন্দ্র, নয়ন-তারা, অবিনাশ ও সৌদামিনী, এই চারিজনে তাসের খেলা আরম্ভ হইল।

সৌদামিনী। ভাগ্যে হরেন বাবু আপনি এসেছিলেন, আমাদের আমোদটা খুব জম্‌লো। দাদা এলে এতক্ষণে ফের্‌বার জন্যে অস্থির করে তুল্‌তেন। দাদা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যটা বড় বোঝেন না; মানুষ বেশি ভালবাসেন।

নয়ন-তারা। আমি কিন্তু দাদা এলে আরও সুখী হতাম!

হরেন্দ্র। আমিও হতাম। শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কেন, তিনি মানুষ ভালবাসেন মানুষওত পেতেন। সুরেশ বাবুর আমোদ কর্‌বার শক্তিটা খুব আছে।

নয়ন-তারা। খুব—খুব আছে; একটু কম থাক্‌লে ভাল হ'ত।

প্রায় দুই ঘণ্টা তাসের খেলা চলিল। ছেলেরাও মনের সাধে খেলিয়া লইল। অবশেষে হরেন্দ্র ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, ৪টা বাজিতে ১০ মিনিট বাকি আছে। তাঁহাদিগকে ৪৷৷টার ট্রেণ ধরিতে হইবে; সুতরাং তখনই যাত্রা করা চাই। তিনি উঠিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিতে লাগিলেন। শিশুরা দৌড়িয়া আসিল বটে, কিন্তু তখনও তাহাদের খেলিয়া পেট ভরে নাই; আরও চাই। আবার সদলে গাড়ির দিকে যাত্রা আরম্ভ হইল। শিশুরা পথে নয়ন-তারাকে বলিল, "বড়দি! তোমার জন্মদিনে খুব মজা হলো! আবার কবে জন্মদিন হবে?"

নয়ন-তারা। সেই আর বছরে, এই ৬ই অক্টোবরে।

একজন। মাসে একবার ক'রে জন্মদিন কর না কেন?

অপর জন। দূর বোকা, জন্মদিন যে বছরে একদিন হয়।

প্রথম শিশু। মাসে মাসে কেন হয় না?

টুনী। আঃ বোকা, মানুষ যে একদিন জন্মায়, মাসে মাসে কি একবার ক'রে জন্মায়?

ক্রমে সেই সমগ্র সৈন্যদলটী কল কল রবে চুঁছুড়ার বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল। শব্দ শুনিয়া কর্ত্তা, গৃহিণী, তারাপদ বাবু, গৌরীপদ বাবু, ও মহেন্দ্র বাবু প্রভৃতি সকলে গাড়ি-বারাণ্ডার নিকট উঠিয়া আসিলেন।

রায় মহাশয়। কি, আমোদটা হলো কেমন ?

একেবারে আট দশ জন। খুব মজা হয়েছে, খুব খেয়েছি, খেলিয়েছি।

তার পর কে যে কি বর্ণন করিবে, সেই উৎসাহে কে যে কি বলিল তাহা বুঝিতে পারা গেল না। তন্মধ্যে টাইগারের বোকামটা সকলের একটা তামাসার কথা হইল।

তারাপদবাবু। (মিনীকে কোলে লইয়া) মিস্ মিনী রায়! তুমি কি খেলা করেছ ?

মিনী ঘাড় নাড়িয়া, ঢোক গিলিয়া, তাহার ভাবাতে যে কি বলিল, তাহা তিনি সকল বুঝিতে পারিলেন না।

নয়ন-তারা বেশ পরিবর্ত্তন করিতে নিজ ঘরে গেলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, তাঁহার পড়িবার টেবলের উপরে একটী সুন্দর নূতন ধরণের অণুবীক্ষণ (microscope) রহিয়াছে। দেখিয়া তিনি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চাকরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কোথা হ'তে এল ?" চাকরাণী বলিল, "বড় সাহেব রেখে গিয়েছেন।" নয়ন-তারা বিস্মিত অন্তরে জ্যেষ্ঠের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সুরেশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত।

নয়ন-তারা। দাদা! কি সুন্দর মাইক্রস্কোপ, একি তুমি এনেছ ?

সুরেশচন্দ্র। তুই বোটানি পড়্‌তে ভাল বাসিস্, তোর সাহায্য হবে বলে এনেছি।

তখন নয়ন-তারা বুঝিতে পারিলেন যে, সেটী তাঁহার জন্মদিনে জ্যেষ্ঠের প্রীতির উপহার! ইহা বুঝিবামাত্র দৌড়িয়া গিয়া জ্যেষ্ঠের বুকের উপরে পড়িয়া তাঁহার বক্ষস্থলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। সুরেশচন্দ্র তাঁহাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া, তাঁহার কপালে চুম্বন করিয়া, বলিলেন; "I wish you many happy returns of the day.—অর্থাৎ আমি প্রার্থনা করি, এই সুখের দিন অনেক বার আসুক।

নয়ন-তারা কেন কাঁদিলেন? বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে ভ্রাতা ভগিনীতে যে মধ্যে মধ্যে বিবাদ হইয়াছে তাহা স্মরণ হইল; পরস্পরকে যে কর্কশ কথা বলিয়াছেন, তাহা হয় ত মনে জাগিল; পরস্পরের মধ্যে যে বিবাদের একটা কারণ ঘটিয়াছে, তাহা হয় ত স্মৃতিতে আবির্ভূত হইল। যাহা হউক, আজ এই শুভ জন্মদিনে চক্ষের জলে ভ্রাতাভগিনীর মিলন হইয়া গেল। সুরেশচন্দ্র চলিয়া গেলেন; নয়ন-তারা চক্ষু মুছিয়া প্রসন্নচিত্তে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কেবল সুরেশচন্দ্রই যে অদ্যকার দিনে একটী অণুবীক্ষণ উপহার দিয়াছেন, তাহা নহে। আজ নয়ন-তারা সকলের নিকট উপহার পাইয়াছেন। পিতামাতার প্রদত্ত উপহার, শিশুদের প্রত্যেকের প্রদত্ত উপহার, কলিকাতার ও চুঁচুড়ার ও বাড়ীর খুড়ীদের প্রদত্ত উপহার, কাকাদের প্রদত্ত উপহার, তৎপরে হরেন্দ্রের প্রদত্ত উপহার কত উপহার তিনি পাইয়াছেন। গোলাপ-রাণীর খেলা দেখিবার জন্য চুঁচুড়ার খুড়ী মা ও সে বাড়ীর মহিলারা সকলেই আসিয়াছেন। নয়ন-তারার মনে আনন্দ ধরিতেছে না।

তৎপরে সকলে এক সঙ্গে আহার ও আমোদ প্রমোদ হইল। এইবার গোলাপ-রাণীর খেলা হইবে। আহারের সময়ে সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, গোলাপ-রাণীটা কি? অবিনাশ, সৌদামিনী ও বিনোদ তিনজনে চোকে চোকে হাসাহাসি করিল, কিন্তু কেহই কিছু বলিল না। এইমাত্র বলিল, "একটু পরেই দেখ্‌তে পাবেন।"

বৃদ্ধেরা আহারান্তে বৈঠকঘরে আসিয়া দেখেন, গৃহের উত্তরদিকে প্রাচীরের নিকটে একখান চৌকি সুন্দর কার্পেটে ঢাকিয়া, তদুপরি চাঁদোয়া খাটাইয়া, চারিদিকে ফুলের টব প্রভৃতি দিয়া ও মধ্যস্থলে একখানি ষ্টেট চেয়ার বসাইয়া, একটী সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছে। চাঁদোয়ার ঝালরে, চৌকির চারিধারে, চেয়ারখানির ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে, ফুলের টবগুলির গায়ে, গোলাপের মালা দিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে। কোথা হইতে যে এত গোলাপ সংগ্রহ করিল এবং কখন যে এ সব করিল, কেহই বুঝিতে পারিল না। সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সুরুচির অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ওদিকে সৌদামিনী নয়ন-তারাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, তাঁহার ঘরে লইয়া গোলাপের হার, গোলাপের বালা, গোলাপের মুকুট, গোলাপী রংএর সাড়ী

ও গোলাপী জ্যাকেট প্রভৃতি পরাইয়া গোলাপ-রাণী সাজাইতেছেন। গোলাপরাণীর সাজা হইলে যথাসময়ে পাত্র মিত্রসহ বৈঠকঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই তারাপদবাবু ও সুরেশচন্দ্র করতালি দিয়া উঠিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "মাগো! ওদের অনাধ্যি কর্ম্ম নেই, মেয়েটাকে সাজিয়েছে দেখ!"

গৌরীপদ বাবুর বাড়ীর মহিলারা আর শ্বশুর ভাশুরের খাতিরে পার্শ্বের ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না; গোলাপ-রাণী দেখিবার জন্য ছুটিয়া দ্বারের নিকট আসিলেন ও পরস্পরের গা ঠেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওমা, কি সুন্দর সাজিয়েছে! রাণীর মতই ত দেখাচ্চে।"

এ ক্ষেত্রে অবিনাশ কর্ম্মকর্ত্তা; সে কার্য্যপ্রণালী এইরূপ নির্দ্দেশ করিল। প্রথমে গোলাপ-রাণীকে সিংহাসনে বসান হইবে; তৎপরে সৌদামিনী হারমোনিয়মে বসিবেন ও প্রজাকুল একটী বন্দনা-গাথা গাইয়া সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিবে; একবার প্রদক্ষিণ শেষ হইলে প্রত্যেক প্রজা দ্বিতীয়বার ঘুরিতে যাইবার পূর্ব্বে রাণীর বাম হস্তে চুম্বন করিয়া যাইবে। এইরূপে গাথাটী যতক্ষণ শেষ না হইবে, ততক্ষণ প্রদক্ষিণ চলিবে।

সুরেশ। বেশ কথা, আমিও একজন প্রজা।

শিশুদলের মহানন্দ! (করতালি দিয়া) হো হো বেশ হয়েছে, বড়দাও গোলাপ-রাণীর প্রজা হয়েচে!

তৎপরে সৌদামিনীর বাদন ও প্রজাকুলের প্রদক্ষিণ আরম্ভ হইল। সেই গীতবাদ্য সকলের প্রাণকে মুগ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। শেষ প্রদক্ষিণ সমাধা হইবার সময় সুরেশচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া আর নয়ন-তারার বাম হস্তে চুম্বন না করিয়া, তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক কপোলে চুম্বন করিলেন। তাহা দেখিয়া শিশুদল বলিয়া উঠিল;—"বড়দা কেন গালে কিস্ করল, তবে আমরাও কর্‌বো।" এই বলিয়া সকলে একেবারে চুম্বন করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। নয়ন-তারা হাসিয়া মুখ ফিরিয়া হস্তের দ্বারা মুখ আবরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়িতে শিশুদল কেহ মুখে, কেহ মাথায়, কেহ বাহূপরে, কেহ গ্রীবাদেশে, কেহ পৃষ্ঠে, যে যেখানে পাইল, চুম্বন করিতে লাগিল। ঠেলাঠেলিতে টবগুলো পড়িয়া গেল। গৃহিণী দৌড়িয়া ধরিতে আসিলেন, "আরে থাম্ থাম্ মেয়েটাকে ফেলে দিলে দেখ্‌ছি।" তারাপদ রায় বলিলেন, "বৌ-দিদি!

ধরো না ধরো না, করতে দেও, আমোদ করা দৈত্ত নয়, ও বেশ আমোদ হচ্চে।"

কোলাহল থামিয়া গেলে, নয়ন-তারা সলজ্জভাবে পিতা, মাতা, পিতৃব্যদ্বয় ও মহেন্দ্রনাথের চরণে প্রণাম করিলেন ও সকলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। একটী শিশু বলিয়া উঠিল, "বড়দি! হরেন দাদাকে প্রণাম কর্‌লে না?" আর একজন বলিল, "দূর! সমবয়সী যে, সমবয়সীকে কি প্রণাম করে?" তৎপরে নয়ন-তারা পার্শ্বের ঘরে গিয়া অপর বাড়ীর খুড়ী মা ও বৃদ্ধাদের চরণে প্রণত হইয়া আশীর্ব্বাদ লইলেন।

এইরূপে সে দিনকার আমোদ শেষ হইল। যথাসময়ে চুঁচড়ার লোকেরা স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং গৃহের সকলে স্বীয় স্বীয় শয়ন-মন্দিরে গমন করিলেন। কিন্তু নয়ন-তারা আজ শীঘ্র শয্যাতে গমন করিলেন না। হরেন্দ্র Noble Women নামে একখানি সুন্দর বৈ তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন, সেইখানি বাহির করিলেন। সেখানি যেন অমূল্য সম্পত্তি বোধ হইতে লাগিল। গ্রন্থখানির বাহিরের বাঁধুনিটী যেমন সুন্দর, ভিতরের জীবন-চরিত গুলিও তেমনি সুন্দর। প্রথম পাতাটী খুলিবামাত্র হরেন্দ্রের নিজহস্তের লেখাটী বাহির হইয়া পড়িল। নয়ন-তারার বোধ হইল যেন হরেন্দ্রের কথাগুলি শুনিতেছেন! হৃদয়ের প্রেম উছলিয়া উঠিতে লাগিল। বৈখানি কোলে করিয়া অনেকক্ষণ পূর্ব্ব দিকের জানালার পার্শ্বে একখানি চেয়ার পাতিয়া বসিয়া চিন্তাতে নিমগ্ন রহিলেন। রজনীর নিঃস্তব্ধতা যতই গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রাণ সেই গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যেন কি অন্বেষণ করিতে লাগিল। চন্দ্রালোকে দিক সমুজ্জ্বল; হৈমন্তিক রজনীর নির্ম্মল আকাশে সেই বিমল চন্দ্রিকারাশি যেন দশদিকে উছলিয়া পড়িতেছে! বোধ হইতেছে চন্দ্রের জ্যোৎস্নাময় আলিঙ্গনে আবদ্ধা হইয়া মেদিনী যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! যেন সুখে ডুবিয়া গিয়াছে! শিশির-ধৌত ও জ্যোৎস্নাস্নাত তরুলতা কি অপূর্ব্ব শ্রীই ধারণ করিয়াছে। অদূরে গঙ্গাজলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলরাশির উপরে পতিত হইয়া, সুমন্দ বায়ুহিল্লোলে কম্পিত হইতেছে, বোধ হইতেছে, কেহ যেন পারদ গালিয়া ঢালিয়া দিয়াছে, সেই তরল পারদরাশি আন্দোলিত হইতেছে। সেই জলরাশির উপরে চক্ষু ফেলিয়া, তিনি অনেকক্ষণ আপনার

জীবনের পূর্ব্বাপর ও ভবিষ্যত বিষয়ে অনেক চিন্তা করিলেন। জীবনকে আরও উন্নত করিবার জন্য প্রবল প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। এক-বার সেই মুসলমান নবাবের কথা আবার স্মরণ হইল। ভাবিলেন, "সত্যই কি ধনসম্পদের মধ্যে থাকিলে ধর্ম্ম হয় না?" অমনি হরেন্দ্রের কথা মনে হইল; ভাবিলেন, "ইনি কিরূপে এত ভাল লোক হইলেন? বোধ হয় দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল বলিয়াই এত ভাল হইয়াছেন?" এই সকল চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মন ঈশ্বর-চিন্তাতে আরোহণ করিল। ঈশ্বর-করুণাতে জীবনে যে সকল সুখ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, তাহা স্মরণ করিয়া চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। অবশেষে বলিলেন, "হে ঈশ্বর! জীবনের উন্নতি সাধনে আমার সহায় হও।" এই বলিয়া শয্যাতে গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

১২ই অক্টোবরের কথা বলিতেছি। দুই দিন হইতে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিধারা পড়িতেছে ও তৎসঙ্গে জোরে বাতাস দিতেছে। লোকে বলিতেছে কোথায় যেন ঝড় হইতেছে। এমন দিনে বিশেষ কাজ না থাকিলে কেহ নৌকা করিয়া গঙ্গাপারে যায় না। কিন্তু হরেন্দ্রকে যাইতেই হইতেছে। তাঁহার একটী বন্ধু বর্দ্ধমানে থাকেন; তিনি কোনও কার্য্যোপলক্ষে বাড়ী যাইতেছেন; পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন বলিয়া হুগলীতে নামিয়াছেন। তাঁহাকে ওপারে নৈহাটী ষ্টেশনে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে যাইতেই হইবে। কালেজের ছুটীর পর দুই বন্ধুতে নৈহাটীতে গেলেন। তখন বাতাসের প্রকোপটা কিছু কম। গিয়া দেখিলেন হুগলীর মাজিষ্ট্রেট বীটসন সাহেব ও তাঁহার মেম একজন মহিলা বন্ধুকে তুলিয়া দিতে গিয়াছেন। হরেন্দ্র বন্ধুটীকে গাড়িতে বসাইয়া দিয়া যখন ফিরিলেন, তখন বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোঁ সোঁ করিয়া ডাকিয়া বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; তদুপরি মুখে বৃষ্টির ঝাপ্টা আসিয়া লাগিতেছে। তিনি দ্রুতপদে

কোনও প্রকারে ছাতিটীর দ্বারা শরীরটী বাঁচাইয়া গঙ্গার ধারে আসিলেন। আসিয়া দেখেন মাঝিরা নৌকা খুলিতে রাজি নয়। ওদিকে বেলা অবসান হইয়া আসিতেছে। বেলা ৫টার অধিক হইবে না বটে, এখনও দুই এক ঘন্টা দিন আছে; কিন্তু চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে সন্ধ্যার মত দেখাইতেছে। যেরূপে হউক গঙ্গা পার হইতেই হইবে, নতুবা সে রাত্রে যান কোথা। ক্রমে তাঁহার মত আরও দুই চারি জন মানুষ জুটিল; তাঁহাদেরও পারে যাওয়া চাই, না গেলেই নয়। অবশেষে মাঝিদিগকে তিন গুণ ভাড়া কবুল করিয়া শেয়ারে একখানা পান্‌শী ভাড়া করা হইল। তাঁহারা ছাড়িবার উপক্রম করিতেছেন, ইতিমধ্যে আর একটী বাবু আর একখানি পান্‌শী ভাড়া করিয়া তাড়াতাড়ি যাত্রা করিলেন। সঙ্গে একটী যুবতী স্ত্রীলোক।

সে তুফানে পাড়ি দেওয়া কি সহজ কথা! নৌকা ঠিক রাখা ভার! মাঝে মাঝে এক একটা ঢেউ আসিয়া ছত্রির বাহিরে যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের কাপড় চোপড় ভিজাইয়া দিতে লাগিল। মাঝিরা পাকা, তাহারা সামলাইয়া সামলাইয়া লইয়া চলিল। ইতিমধ্যে দেখা গেল সম্মুখের পান্‌শীর মাঝি নৌকা ঠিক্ রাখিতে পারিতেছে না। নৌকাখানি বাতাসের জোরে ছুটিয়া গিয়া একখানা প্রকাণ্ড মুঙ্গেরী বোঝাই নৌকার গায়ে পড়িল। এ পান্‌শীর লোকেরা "হাঁ হাঁ, গেল গেল" করিয়া উঠিতে না উঠিতে সে পান্‌শীখানি উল্টাইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই হরেন্দ্র দেখিলেন, সেই পান্‌শীর মাঝি ও দাঁড়ি দুইটা সাঁতরিয়া বড় নৌকার কাছি ধরিতেছে, এবং বাবুটীও সেই দিকে সাঁতার দিতেছেন। স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মাঝি বেয়ে যা বেয়ে যা বাবুটীকে তুলে নে।" ইহা বলিতে না বলিতে তিনি একবার দেখিতে পাইলেন, কিঞ্চিৎ দূরে স্ত্রীলোকটী যেন ভাসিয়া উঠিলেন ও সাঁতরাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে আনন্দ হইল, স্ত্রীলোকটী মারা যান নাই। কিন্তু পরক্ষণেই স্ত্রীলোকটী ডুবিয়া গেলেন। তখন হরেন্দ্র নিমিষের মধ্যে তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন আর দেহের পরিচ্ছদ সকল উন্মোচন করিবার সময় নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে পিরান ও কোট ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ও জুতা খুলিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন ও দ্রুতগতিতে সাঁতরিয়া স্ত্রীলোকটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। হরেন্দ্র গিয়া

ধরিবামাত্র ভদ্রলোকের মেয়েটী তাঁহাকে এমন করিয়া বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন যে, তাঁহার হাত পা নাড়া ভার। তিনি দেখিলেন, যে দুইজনেই ডুবিয়া যান, তখন অতি কষ্টে একখানা হাত বাহির করিয়া বলিলেন, "আমাকে জড়াবেন না; দুজনেই ডুবে যাব; যদি সাঁতার জানেন, তা হলে আমার কোমরের কাপড় ধরে ভেসে আসুন; আমি নিয়ে যাচ্ছি।" তখন আর সে কথা শোনে কে? জলের দাপটে যেন তুলিয়া আছড়াইতেছে; শীতে স্ত্রীলোকটীর হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছে; প্রাণভয়ে বুদ্ধি শুদ্ধি উড়িয়া গিয়াছে! তিনি দুই বাহুদ্বারা হরেন্দ্রের কোমর জড়াইয়া রহিলেন। হরেন্দ্র ভাবিলেন তাই ভাল। পরক্ষণেই দেখিলেন স্ত্রীলোকটীর কোমরের কাপড় খুলিয়া পায়ে জড়াইয়া গিয়াছে, সেজন্য তিনি পা নাড়িতে পারিতেছেন না। তখন তিনি সাঁতার দিতে দিতে নিজের একখানা পা দিয়া, স্ত্রীলোকটীর পায়ের কাপড় খুলিয়া দিলেন। দেওয়াতে তিনিও যথাসাধ্য সাঁতার দিতে লাগিলেন।

তিনি যখন স্ত্রীলোকটীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া নৌকার অভিমুখে ফিরিলেন। তখন দেখিলেন, তাঁহার পান্‌শী তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। পান্‌শীর লোকেরা ঝগড়া করিতেছে; কেহ বলিতেছে, "আহা মানুষ দুটোকে তোল;" কেহ বলিতেছে, "এই ঝড়ে রাত হয়ে এল, শেষে সব শুদ্ধ মারা যাই।" মাঝিরা ত পারে পৌঁছিতে পারিলেই বাঁচে, সুতরাং তাহারাও চলিয়া যাইতেছে। হরেন্দ্র প্রাণপণে চেঁচাইতে লাগিলেন, "মাঝি! মাঝি! এদিকে, এদিকে।" ওদিকে তাঁহাকে ঝড়ে, তরঙ্গে ও স্ত্রীলোকটীর ভারে ডুবাইয়া ফেলিতেছে। তাঁহার শক্তিতে আর কুলাইতেছে না। স্ত্রীলোকটীকে আবার বলিলেন, "আপনি যদি সাঁতার জানেন ত আমার কোমরের কাপড় ধরে গা ভাসিয়ে আসুন।" তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। হরেন্দ্র ভাবিলেন, এইবার বুঝি দুজনে যাই। এমন সময়ে দেখিলেন, আর একখানি পান্‌শী নক্ষত্রবেগে তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছে। দেখিলেন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তাঁহার মেম তাহাতে আছেন। নিকটে আসিয়াই মাজিষ্ট্রেট সাহেব হরেন্দ্রকে একগাছা কাছি ফেলিয়া দিলেন। কাছিগাছা পাইয়া দেহে প্রাণ আসিল; কারণ আর এক মুহূর্ত্ত পরেই বোধ হয় দুইজনকেই ডুবিতে হইত। কাছিগাছা পাইয়া হরেন্দ্র স্ত্রীলোকটীর হাতে কাছি দিয়া বলিলেন,—"আপনি এখন আমার

কোমর ছাড়ুন ও এই কাছি ধরুন; লাজ সরম করবেন না; আমি কাছি ধরে আছি, আমার কোমরে পা দিয়ে মেয়ের হাত ধরে নৌকাতে উঠে যান।"

মেম স্ত্রীলোকটীর হাত ধরিয়া নৌকাতে তুলিয়া, তৎক্ষণাৎ আপনাদের বসিবার জন্য বিস্তৃত বিছানার চাদরখানি আনিয়া, তাঁহার দেহ আবৃত করিয়া এক পার্শ্বে বসাইলেন। তিনি বসিয়া বাজভয়ত্রস্তা পক্ষিণীর ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। ক্রমে হরেন্দ্রও উঠিলেন। অবশেষে বড় নৌকাখানি হইতে বাবুটীকেও তুলিয়া লওয়া হইল। জানিতে পারা গেল, ঐ বাবুটী এই রমণীর পতি। তিনি শ্বশুরালয় হইতে স্বীয় পত্নীকে নিজ ভবনে লইয়া যাইতেছিলেন।

এদিকে ইতিমধ্যে এই নৌকা ডোবার সংবাদ চুঁচুড়া সহরে প্রচার হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা পৌছিয়া দেখিলেন যে সেই দুর্যোগের সময়েও অনেক লোক গঙ্গার ধারে তাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। পান্‌শী তীরে লাগিবামাত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেব লম্ফ দিয়া পড়িলেন; ও নিজের চাপরাসীকে সত্বর একখানি গাড়ি বা পাকী আনিতে আদেশ করিলেন; কারণ স্ত্রীলোকটীকে সেরূপ অবস্থায় আর এক দণ্ডও রাখা ক্লেশকর বোধ হইতে লাগিল। মেম স্ত্রীলোকটীকে ধরিয়া নৌকাতেই বসিয়া রহিলেন। হরেন্দ্র নামিয়া পূর্ব্বের নৌকার মাঝিকে ও আরোহী বাবুদিগকে অনেক তিরস্কার করিলেন; "আপনারা কি রূপ লোক? দুটো মানুষ ডুবছে দেখে চলে এলেন! আর একজন বিদেশী লোক এসে বাঁচাল; কৈ আপনারা ত ঘরে যান নি, কি হয় দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন।" বাবুগুলি উত্তর দিতে পারিলেন না। হরেন্দ্র ছেঁড়া জামাগুলি কোনরূপে পরিলেন। ও দিকে বৃষ্টিটা আবার একটু ধরিয়া গেল।

গাড়ি আনিতে যে বিলম্ব হইতে লাগিল, তন্মধ্যে মাজিষ্ট্রেট হরেন্দ্রের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন, তাহার মর্ম্ম এই;—

মাজিষ্ট্রেট। বাবু! তোমার মত সাহস ও গায়ে এত জোর ত বাঙ্গালির দেখি না।—এই বলিয়া হরেন্দ্রের হাতের গুলি টিপিতে লাগিলেন।

হরেন্দ্র। আমি প্রতিদিন খেলে থাকি।

মাজিষ্ট্রেট। বটে, কোথায়?

হরেন্দ্র। আমি হুগলী কলেজের একজন শিক্ষক, আমাদের কলেজের একটা স্পোর্টিং ক্লব আছে।

মাজিষ্ট্রেট। বেশ ত, তাতে কি হয় ?

হরেন্দ্র। ক্রিকেট, দৌড়ের ম্যাচ, নৌকার বাচ, এই সকল হয়।

মাজিষ্ট্রেট। এত আগে শুনি নি ? কলেজের প্রিন্সিপাল জানেন ?

হরেন্দ্র। হাঁ, তিনি আমাদের একজন উৎসাহদাতা।

মাজিষ্ট্রেট। আমি শুনে ভারি খুসী হলাম. দেখলে ত গায়ে জোর থাকার কত গুণ ? তুমি না হয়ে আর কেউ হলে, ঐ স্ত্রীলোকটী আজ তাকে ডুবাত।

হরেন্দ্র। আমাকেও ডোবাবার যোগাড় করেছিলেন, কোনও রূপে বেঁচেছি। জলে পড়্‌লে যারা সাঁতার জানে তারাও ভয়ে মারা যায়।

হরেন্দ্র দেখিলেন বেশ সুযোগ উপস্থিত ; ছেলেদের ড্রিলিংএর ও মোগল পাঠান দুই দলের কথাটাও মাজিষ্ট্রেটকে শুনাইয়া দেওয়া ভাল ও তাঁহাকে উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন হইবার জন্য অনুরোধ করা ভাল। সুতরাং এই সুযোগে ড্রিলিং ব্যাণ্ডের বিষয়ও শুনাইলেন। মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আমি ভারি খুসী হ'লায়, তুমি অবশ্য অবশ্য আমার বাড়ীতে এস, আরও শুনবো," মেম নৌকা হইতে বলিলেন, "বাবু, নিশ্চয় এস।"

ক্রমে গাড়ি আসিল। গাড়ি আসিবামাত্র ভদ্রলোকটী আপনার পত্নীকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মাজিষ্ট্রেট ও মেম হরেন্দ্রের করমর্দ্দন পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে যেখানে সেখানে এই কথা,—"কাল সন্ধ্যার সময় গঙ্গাতে একখানা নৌকা ডুবেছে, কালেজের মাষ্টার হরেন্দ্র চাটুয্যে অতি কষ্টে একটী স্ত্রীলোককে বাঁচিয়েছে।"

রায় মহাশয় এই সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া প্রাতেই হরেন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। হরেন্দ্র গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র ছেলে, বুড়ো, স্ত্রীলোক বালক, দাস, দাসী সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। একজনের প্রশ্নের উত্তর না হইতে আর একজন প্রশ্ন করেন। সে প্রশ্নের অন্ত নাই! "পান্‌সী কিরূপে ধাক্কা খাইল ? স্ত্রীলোকটী কে ? তার পতির নাম কি ? তারা কোথায় থাকে ? তারা কোথা হতে আস্‌ছিল ? স্ত্রীলোকটীর বয়স কত ? পরণে কি কাপড় ছিল ? ইত্যাদি ইত্যাদি। রায় পরিবারের মহিলারা আর সে দিন প্রাতে হরেন্দ্রকে ছাড়িলেন না।

গৃহিণী। হরেন! তুমি এ বেলা এখানে নাও খাও, আর বাসায় যেও না; এখান থেকে কালেজে যাবে।

সৌদামিনী। হাঁ হাঁ তাই বেশ, হরেন বাবু! এ বেলা আমাদের সঙ্গে খান।

টুনী, চপলা, সুধীশ, মিনী, প্রভৃতি কেহ কোঁচার কাপড়, কেহ কোটের প্রান্ত, কেহ হস্তের অঙ্গুলি ধরিয়া টানাটানি—"বাসায় যেতে পার্‌বেন না।"

টুনী। আমাদের সঙ্গে খেলে খুব মিষ্টি কিস্ দেব!

সৌদামিনী। (হাসিয়া) এবার কি হবে? আর ত যেতে পারছেন না; শক্ত প্রলোভনে ফেলেছে!

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) প্রলোভনটা শক্ত বটে; সেদিনকার বাগানের কথাটা বুঝি?

হরেন্দ্র থাকিবেন কি না ভাবিয়া স্থির করিতে না করিতে সৌদামিনীর চক্ষের ইসারা পাইয়া টুনী তাঁহার গায়ের খেশখানা কাড়িয়া লইয়া গেল।

নয়ন-তারা হরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া চক্ষে চক্ষে হাসিলেন।

আজ নয়ন-তারার মূর্ত্তিটী এই প্রভাত কালে কি সুন্দরই দেখাইতেছে! কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে স্নান করিয়া বিমল ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন; আজানুলম্বিত কেশ-পাশ খুলিয়া দিয়াছেন; সুচিক্কণ, সুনীল, কেশজাল থরে থরে নামিয়া সমগ্র পৃষ্ঠভাগ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে; পদ্মপলাশসম নীলাভ নেত্রদ্বয় স্নানান্তে প্রান্তভাগে এখনও আরক্তিম রহিয়াছে; স্বাস্থ্যে প্রস্ফুটিত মুখখানি প্রসন্নতা, আনন্দ ও প্রীতিতে ঢল ঢল করিতেছে! সেই মুখখানি লইয়া গৃহকার্য্যে গতায়াত করিতেছেন। হরেন্দ্রের নয়ন মন যেন গায়ে জড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছেন!

হরেন্দ্র মহিলাদের অনুরোধে থাকিলেন বটে, কিন্তু নয়ন-তারার সঙ্গ বড় পাইলেন না। তাঁহার উপরে সংসারের ভার, প্রাতে তাঁহার বসিবার সময় বড় হয় না; ভাঁড়ারে, রন্ধনশালাতে, মেথর যেখানে বাড়ী পরিষ্কার করিতেছে সেখানে, সর্ব্বত্রই থাকিতে হয়। সুতরাং হরেন্দ্রকে সময়টা প্রধানতঃ টুনী, নন্দরাণী, সৌদামিনী প্রভৃতির সঙ্গেই কাটাইতে হইল। সুরেশচন্দ্র একবার আসিয়া হরেন্দ্রের করমর্দ্দনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিনের বীরোচিত কার্য্যের জন্য অনেক প্রশংসা করিয়া গেলেন।

তৎপরে যথাসময়ে হরেন্দ্র সকলের সহিত আহার করিয়া, কলেজে গমন করিলেন। সেখানে পদার্পণ মাত্র শিক্ষকগণ ছুটিয়া আসিলেন। "কি হে হরেন, ব্যাপারটা কি ?" শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দুপুর বেলাই কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব মাজিষ্ট্রেটের এক পত্র পাইলেন; তাহাতে তিনি পূর্ব্ব দিনের ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়া এই প্রস্তাব করিয়াছেন, যে হরেন্দ্রকে চুঁচুড়ার লোকদিগের সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ কিছু দেওয়া উচিত। সেজন্য তিনি নিজে পঞ্চাশ টাকা দিতে প্রস্তুত। প্রিন্সিপাল সাহেব কলেজের প্রোফেসারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে একটী ২৫০।৩০০৲ শত টাকা দামের ঘড়ি হরেন্দ্রকে দেওয়া হইবে। মাজিষ্ট্রেটকে সেই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন। ঘড়ির টাকা তোলা হইতে লাগিল। প্রিন্সিপাল নিজে বিশ টাকা দিলেন; রায় মহাশয় পঞ্চাশ টাকা দিলেন; অপরাপর অনেক লোক আনন্দের সহিত যাহার যাহা সাধ্য দিল। দুই চার দিনের মধ্যেই তিন শত টাকা উঠিয়া গেল ও কলিকাতাতে ঘড়ি কিনিবার জন্য লোক পাঠান হইল।

সৌদামিনী নয়ন-তারাকে বলিলেন, "দিদি! হরেন বাবুকে আমাদের ত কিছু দেওয়া উচিত। বল্‌তে গেলে স্ত্রীলোকদেরই তাঁর প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা। আচ্ছা পুরুষেরা তাঁকে ঘড়ি দিচ্চেন, এস না আমরা মেয়েরা মিলে একটা চেইন দি, তুমি কি বল ?

নয়ন-তারা। এটা বেশ কথা। আচ্ছা তোর মনে কথাটা এসেচে, তুই টাকা সংগ্রহ কর্।

সৌদামিনী। সংগ্রহ করা আর কি, আমাদের বাড়ী থেকে, ছোট কাকার বাড়ী থেকে, আর ও বাড়ী থেকে তুলে নেব।

নয়ন-তারা। আচ্ছা বেশ, আমি ৩০৲ টাকা দেব।

সৌদামিনী। আমি ১০৲ টাকা দেব।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) এইত হাতে হাতে চল্লিশ হয়ে গেল, তবে আর ভাবনা কি ?

সৌদামিনী। মার কাছ থেকে ৩০৲ ও বৌ-দিদির কাছ থেকে ৩০৲ নেব।

নয়ন-তারা। এইত আমাদের বাড়ী থেকেই এক-শ হলো; দু-শ টাকা হলেই এক ছড়া ভাল চেইন হবে।

সৌদামিনী। তা বৈ কি।

কয়েক দিনের মধ্যেই সৌদামিনী নিজেদের বাড়ী হইতে একশত ও অপর দুই বাড়ী হইতে ত্রিশ ত্রিশ টাকা তুলিয়া ফেলিলেন। রায় মহাশয় নিজের পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া দিয়া মাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিলেন, যে মেয়েরা চেইনের জন্য টাকা তুলিতেছেন। মাজিষ্ট্রেট তদুত্তরে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া লিখিলেন, যে তাঁহার মেম এই সংবাদে অতিশয় প্রীত হইয়াছেন ও নিজের চাঁদা বিশ টাকা পাঠাইতেছেন। সৌদামিনী পরিচিত স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে অপর বিশ টাকা তুলিয়া ফেলিলেন। ঘড়ির সঙ্গে সঙ্গে একগাছি সুন্দর চেইনও প্রস্তুত হইল। ওদিকে হরেন্দ্র মাজিষ্ট্রেটের ভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, মাজিষ্ট্রেট তাঁহার মুখে স্পোর্টিং ক্লব ও ড্রিলিং ব্যাণ্ডের সমুদায় বিবরণ শুনিয়া নিজে উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন হইলেন, এবং আবশ্যক মত অর্থ-সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ক্রমে ঘড়ি ও চেইন প্রস্তুত হইল। প্রথমে স্থির হইল, কলেজের হলে স্পোর্টিং ক্লব ও ড্রিলিং ব্যাণ্ডের ছেলেদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের সমক্ষে হরেন্দ্রকে ঘড়ি ও চেইন দেওয়া হইবে। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের মেম বলিলেন, "মেয়েরা চেইন দিয়াছেন, এমন একটা স্থানে হওয়া উচিত যেখানে মেয়েরাও দেখিতে পারেন।" একথা সকলেরই যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। নানা জনে নানা স্থানের উল্লেখ করিলেন; অবশেষে স্থির হইল, রায় মহাশয়ের প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বেই সামিয়ানা খাটাইয়া তাহার নিম্নে সভা করা হইবে।

তদনুসারে এক শনিবার বৈকালে সভার আয়োজন হইল। সভারম্ভের সময় হইতে না হইতে দর্শকবৃন্দে সভাস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। যথাসময়ে স্পোর্টিং ক্লবের মেম্বরগণ ও ড্রিলিং ব্যাণ্ডের ছাত্রগণ তাহাদের বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া নিশান হস্তে ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে সভাস্থলে উপস্থিত হইল। তাহাদের দর্শনমাত্র সকল লোকে উঠিয়া দাঁড়াইল ও চারি দিকে করতালি-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের কাপ্তেনের জন্য তোমাদের অহঙ্কৃত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।" সভার পূর্ব্ব

কোণে মহিলাদিগের বসিবার আসন হইয়াছিল; সেখানে মাজিষ্ট্রেটের মেম মহিলাদের মধ্যে বসিয়াছিলেন। পর্দ্দানশীন মহিলাদিগের দেখিবার জন্য উপরের বারাণ্ডাতে স্থান হইয়াছিল।

অদ্যকার সভাস্থলে সকলেই প্রসন্ন, সকলেই উৎফুল্ল, কেবল এক ব্যক্তিকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যে এত জাঁকজমক তাঁর ভাল লাগিতেছে না। তিনি হরেন্দ্র। তিনি অবনত মুখে বসিয়া কেবল ভাবিতেছেন, এত ধূমধাম কেন, আমি এমন কি করিয়াছি, ভদ্রলোক মাত্রেইত এরূপ করিয়া থাকে, আর কেহ হইলেও ত এরূপ করিতেন। তখন তাঁহার এ প্রশ্ন মনে আসিল না যে তাঁহার নিজের পান্‌শীতেই ত আরও পাঁচ সাতজন লোক ছিল, তাহাদের কেহ লক্ষ দিল না কেন? তাহার পর তাঁহার মনে হইল, কর্ত্তব্য বোধে মানুষ যে কাজ করে, তাহার জন্য এতটা পুরস্কার ভাল নয়। এতটা আয়োজন হইতে না দিলেই বোধ হয় ভাল হইত।" যাহা হউক তাঁহার অন্তরের প্রশ্নগুলার উত্তর হইতে না হইতেই মাজিষ্ট্রেট উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি সপরিবারে ষ্টেশন হইতে আসিতেছিলেন, গঙ্গার তীরে আসিয়া কি দেখিলেন, কিরূপে সাহায্যের জন্য ছুটিয়া গেলেন, কিরূপে স্ত্রীলোকটীকে তুলিলেন, হরেন্দ্রকে কি অবস্থাতে দেখিলেন, সমুদায় ভাঙ্গিয়া বলিলেন। পদে পদে করতালির ধ্বনি উঠিতে লাগিল। অবশেষে তিনি হরেন্দ্রকে ডাকিলেন, হরেন্দ্র উঠিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইলেন। মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তুমি যে সাহস ও সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে চুঁচুড়াবাসীদিগের সন্তোষ ও সদ্ভাবের চিহ্নস্বরূপ এই ঘড়ি তোমাকে প্রদত্ত হইল।" তিনি প্রণাম করিয়া অবনত মস্তকে ঘড়িটী গ্রহণ করিলেন। মাজিষ্ট্রেটের মেম চেইন ছড়াটী লইয়া দাঁড়াইলেন; মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তোমার কার্য্য দ্বারা তুমি নারীকুলের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছ, কতকগুলি রমণী তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই চেইন তোমাকে দিতেছেন।" এই কথা বলিবামাত্র করতালি-ধ্বনিতে বাড়ী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হরেন্দ্র প্রণাম করিয়া চেইনটীও গ্রহণ করিলেন।

সভাভঙ্গ হইলে, রায় মহাশয় কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইবার জন্য মাজিষ্ট্রেটকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। ওদিকে নয়ন-তারা ও সৌদামিনী মেমকে লইয়া এটা ওটা দেখাইতে লাগিলেন। মেম যাহা কিছু দেখিলেন, সকলেই

সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালি ভদ্রলোকদের বাড়ীর বন্দোবস্ত যে এমন সুন্দর হইতে পারে এবং মেয়েরা যে এমন সুশিক্ষিত হয়, তাহা তিনি অগ্রে জানিতেন না। জলযোগান্তে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সপরিবারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইবার হরেন্দ্রের প্রকৃত অভ্যর্থনা আরম্ভ হইল। রায় মহাশয়ের পরিবার পরিজন সকলে হরেন্দ্রের চারি দিকে ঘেরিয়া ফেলিল। গৃহিণী বলিলেন, "বাবা! আমি আজ খুব খুসী হয়েছি, যেমন কাজ করেছ তেমনি পুরস্কার হয়েছে।

হরেন্দ্র। আমার কিন্তু এতটা আড়ম্বর ভাল লাগছে না।

রায় মহাশয়। তুমি যে ভাবে কথাটা বল্‌ছো আমি বুঝ্‌তে পারছি, কিন্তু আমার বোধ হয়, দেশের লোকের কাছে এরূপ কাজগুলোকে তুলে ধরা ভাল।

সৌদামিনী। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন সে দিনকার ঘটনাটা বর্ণন কর্‌ছিলেন, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল, আপনার স্পোর্টিং ক্লব করা সার্থক হয়েছে। ম্যাজিষ্ট্রেট যা বল্‌লেন তাতে বোধ হয়, তিনি কাছি না ফেলে দিলে আপনি ডুবতেন।

রায় মহাশয়। ঐ জন্যেই ত আমি হরেনের স্পোর্টিং ক্লবের ও ড্রিলিং ব্যাণ্ডের এত পক্ষ।

অদ্যকার মহানন্দের দিনে, এই গোলমালের মধ্যে, একজন নীরব রহিয়াছেন। তিনি কেবল দুই কর্ণ ভরিয়া এই সমুদায় প্রশংসাগীতি সুধার ন্যায় জ্ঞান করিয়া পান করিতেছেন; কিন্তু কোনও কথা বলিতেছেন না; তাঁহার যাহা বলিবার আছে সময়ান্তরে বলিবার জন্য রাখিতেছেন। তিনি নয়ন-তারা। হরেন্দ্র কিরূপ বিনয়াবনত ভাবে সভামধ্যে বসিয়াছিলেন, তিনি কেবল তাহাই ভাবিতেছেন ও মনে মনে বলিতেছেন, "আহা! কি বিনয়!"

ইহার পর নীচের মজলিস ভাঙ্গিলে হরেন্দ্র নয়ন-তারার সঙ্গে তাঁহার ঘরে গেলেন। গৃহে গিয়া নয়ন-তারা তাঁহার চেয়ারের নিকট নিজের চেয়ারটী টানিয়া লইয়া তাঁহার হাতে হাতখানি দিয়া প্রেমোজ্জ্বল-নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া যখন বলিলেন,—"বলুন, আমার কাছে আজ কি চান?" তখন হরেন্দ্রের মনে কি একপ্রকার বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিয়া গেল? সেই সরল ও সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি মন প্রাণকে সুধারসে ডুবাইয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন,—"আপনার কাছে যা পেয়েছি ঢের হয়েছে, আর কিছু চাই না।"

নয়ন-তারা হাসিয়া ঘড়িটী চাহিয়া লইলেন; খুলিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—"বাঃ বেশ সুন্দর ঘড়িটী।"

তৎপরে মাজিষ্ট্রেটের কথাতে তাঁহার চক্ষে কিরূপ জল আসিয়াছিল ও তিনি কিরূপ মুখ লুকাইয়াছিলেন, হরেন্দ্রের বিনয়াবনত মুখ দেখিয়া তাঁহার কিরূপ ভাল লাগিতেছিল, ইত্যাদি অনেক কথা হইল। স্পোর্টিং ক্লবের সভ্যগণকে ও ড্রিলিং ব্যাণ্ডের ছেলেদিগকে নূতন পরিচ্ছদে কি রূপ সুন্দর দেখাইতেছিল তাহাও বর্ণন করিলেন।

হরেন্দ্র। এবারে ত আমাদের স্পোর্টিং ক্লবের একটা বড় ক্রিকেটের ম্যাচ্ আসছে?

নয়ন-তারা। কাদের সঙ্গে?

হরেন্দ্র। কলিকাতার কেল্লার গোরাদের সঙ্গে।

নয়ন-তারা। কৈ তা ত শুনি নি।

হরেন্দ্র। কাল তাদের চিঠী পেয়েছি। তারা ৩০শে ডিসেম্বর বড়দিনের ছুটীর মধ্যে কলিকাতার ময়দানে খেলবার জন্যে অমাদের ডেকেছে।

নয়ন-তারা। দেখব, এবারে আপনারা জেতেন কি না? যদি জিতে আসতে পারেন, আপনাদের দলের একদিন বনভোজনের খরচ আমি দেব।

হরেন্দ্র। এ কথা শুনলে তারা খুব উৎসাহিত হবে। আমরা মনে করেছি ম্যাচ্ দেব।

নয়ন-তারা। দেবেন বৈ কি, গোরারা দেখুক আমাদের ছেলেরাও খেলতে শিখেছে। আমি কিন্তু ম্যাচ্ দেখ্‌তে কলিকাতায় যাব।

হরেন্দ্র। সেই বেশ কথা, খেলাটা নিজের চোকে না দেখলে বুঝতে পারবেন না।

ইহার পরে হরেন্দ্র উঠিয়া ঘরে গেলেন।

ছুই একদিনের মধ্যেই অদ্যকার কার্য্যবিবরণ সমুদায় সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়া গেল। পরে ছুই মাসের মধ্যেই হরেন্দ্র ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের Humane Society হইতে ছুইটী মেডেল পাইয়াছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

একদিন বৈকালে নয়ন-তারা জননীকে বলিলেন, "মা! চল দেখি একবার মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাই, তাঁর একটী ছেলে হয়েছে শুনেছি, চলনা একবার দেখে আসি; আর আমি ছেলেটীর জন্যে কতগুলো জামা, মোজা টোজা সেলাই করেছি, সেগুলোও দিয়ে আসি।"

জননী। ধন্যি মেয়ে তুই! ঘরের কাজ ত সবই কর্‌ছিস্, এর মধ্যে আবার জামা, মোজা, সেলাই কর্‌লি কখন?

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) ওই পাঁচ কাজের মধ্যেই এক আধটু যে সময় পাই তাতেই করি। দুপুর বেলা তোমরা ঘুমাও, আমি জামা সেলাই করি; তারপর রাত্রে তোমরা ঘুমোলে দু এক ঘণ্টা বসে সেলাই করি।

জননী। তুইত এত কষ্ট করে করেছিস্, মহেন্দ্র বাবুর মা হিঁদু মানুষ, তিনি কি আর আঁতুড়ে ছেলেকে জামা মোজা পরাতে দেবেন?

নয়ন-তারা। চল না একবার দেখে আসি। এবার শীতটা খুব পড়েছে; এখন গরম মোজা জামা না পরিয়ে রাখ্‌লে ছেলেটীর অসুখ কর্‌তে পারে।

জননী। ওরে হিঁদু ঘরের আঁতুড় তুই দেখিস্ নি! মোজা জামা কাকে পরাবি? গিয়ে হয় ত দেখ্‌বি ছেলেটাকে আগুনে ভাজচে।

নয়ন-তারা। চল না, মহেন্দ্র বাবুর মা বড় ভাল মানুষ, আর আমাকে খুব ভালবাসেন, বলে কয়ে আমাদের মত বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে আস্‌ব।

জননী। ছেলের জন্য জামা মোজা করেছিস্, পোয়াতির কি হবে?

নয়ন-তারা। তাঁর জন্যেও গরম কামিজ, জামা, মোজা নিয়েছি।

জননী। ধন্যি মেয়ে এ সব আবার কখন কর্‌লি?

নয়ন-তারা। কতকগুলো নিজে করেছি, কতকগুলো দর্‌জী দিয়ে করিয়েছি, চল চল গাড়িখানা যুততে বল।

গৃহিণীর আদেশে অবিলম্বে গাড়ি যোতা হইল; এবং মাতা ও কন্যাতে আরোহণ করিলেন। তাঁহারা গাড়ীতে উঠিতেছেন দেখিয়া, উপরের বারাণ্ডা

হইতে মিনী কাঁদিয়া বলিল, "আমি দালিতে যাব, আ—মি—ই—ই বেলাতে যাব।"

জননী। মেয়েটাকে সঙ্গে নে।

নয়ন-তারা। না না তুমি জান না ও পরের বাড়ীতে গেলে বড় বিরক্ত করে। দুদণ্ডের পরেই ঘরে আস্‌বার জন্যে অস্থির করে তোলে। ওকে নিয়ে গেলে, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে দেবে না। (মিনীর প্রতি) মিনীমণি! লক্ষী মেয়ে! চুপ কর, আমরা শীগ্‌গির আসব, এসে তোমাকে বেড়াতে পাঠাব।

এই বলিয়া দুজনে যাত্রা করিলেন।

নয়ন-তারা। (পথে যাইতে যাইতে) দেখ মা! মহেন্দ্র বাবুর বড় কষ্ট; ইস্কুলে মাসে ২৫৲ টাকা মাহিনা পান; আর টুনী পটলাকে গান শেখাবার জন্য বাবা মাসে ১৫৲ টাকা দেন। এই ৪০৲ টাকাতে তাঁর কুলায় না। কলিকাতাতে ছোট ভাইটী থাকে, তারও খরচ এই টাকার ভিতর থেকেই দিতে হয়। তার পরে সুখ অসুখ আছে; সংসারের আপদ বিপদ আছে; বুঝ্‌তেই পার ভদ্রলোকের কি রকম কষ্টে দিন যায়। আমরা কি কোনও রকমে আরও কিছু সাহায্য কর্‌তে পারি না?

জননী। আর কি রকমে করা যাবে? কর্ত্তা যে মাসে ১৫৲ টাকার বেশী দিতে পারেন, এরূপ ত বোধ হয় না।

নয়ন-তারা। বাবা যে বেশী দিতে পার্‌বেন না, তা আমি জানি। এই ১৫৲ টাকা যে দিচ্ছেন, তাও কেবল মহেন্দ্র বাবুকে বড় ভালবাসেন বলে, নতুবা দেবার কথা নয়। বাবার মাসিক দান কত, তার কি খবর রাখ?

জননী। বিশেষ কথা আমি জানি নে, তবে এইমাত্র শুনেছি যে, মাসে প্রায় ২০০।২৫০ টাকা বাঁধা দান আছে।

নয়ন-তারা। বাবার দান কি এক রকম লোকের মধ্যে? হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান যে সম্প্রদায়ের লোকে যে কোন ভাল কাজ করে, যাতে দশজনের উপকার হবার সম্ভাবনা, তাতেই বাবার কিছু কিছু সাহায্য করা আছে। হরেন বাবুর সুরাপান নিবারণী সভাতে মাসে ৫৲ টাকা দেন; এখানে ব্রাহ্মসমাজে মাসে ১০৲ টাকা দেন; হরেন বাবুর ড্রিলিং ব্যাণ্ডে ১০৲ ও পাব্‌লিক লাইব্রেরিতে মাসে ১০৲ টাকা দেন, এই রকম আর যে কত দান আছে তা কেউ জানে না।

এমন কি তাঁর একজন সেকেলে সহধ্যায়ী বন্ধুর পরিবারদের জন্য মাসে মাসে ১৫৲ টাকা করে পাঠিয়ে থাকেন। বাবাকে আর বেশী দিতে বলা যায় না!

জননী। তবে মহেন্দ্রবাবুকে আর কি রকম করে সাহায্য করা যেতে পারে?

নয়ন-তারা। আমি ত এক প্রকার উপায় ঠাউরেছি। মহেন্দ্র বাবুর যে টেঁপী বলে মেয়েটী আছে আমি তাকে নেব, নিয়ে মানুষ করব।

জননী। অতটুকু মেয়ে মা ফেলে থাকতে পারবে কেন?

নয়ন-তারা। অতটুকু আর কি, আড়াই বছর তিন বছরের মেয়ে, মা ফেলে থাকতে পারবে না? দেখনা এমনি পোষ মানাব, যে আমাকে ছেড়ে যেতে চাবে না।

জননী। তোর এত কাজ, তার উপর মেয়েটাকে নিলে দেখ্‌বি কখন?

নয়ন-তারা। তুমি দেখনা তার কিছু কষ্ট হবে না। তার জন্য একটা চাকর কি চাকরাণী রেখে দেব, সেই খাওয়াবে ধোয়াবে, দিনের মধ্যে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা কর্‌তে নিয়ে যাবে, এমনি করে চালাব যে তোমরা বুঝতে পার্‌বে না, যে বাড়ীর মধ্যে একটী মেয়ে আছে।

জননী। আচ্ছা, যদি নিয়ে রাখ্‌তে পারিস তবে নিস্‌।

নয়ন-তারা। আর একটা কথা আছে; আর এক রকমে আমরা মহেন্দ্র বাবুকে কিছু সাহায্য কর্‌তে পারি। আমাদের রান্নাঘরের পিছনের বাগানে, তরিতরকারী যথেষ্ট হয়; আমরা খেয়ে ফুরোতে পারি না। চাকর বাকরকেও ও পাড়ার লোককে কত বিলান হয়; অপর লোককে না বিলিয়ে যদি মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে পাঠাবার নিয়ম কর, তা হলে বেচারার বাজার খরচটা অনেক বেঁচে যায়। ভদ্রলোক, মানী লোক, টাকা কড়ি দান কর্‌তে গেলে নেবেন না; এ রকম বন্ধুভাবে উপহার দিলে বোধ হয় আপত্তি কর্‌বেন না।

জননী। এ কথাটা বেশ বলেছিস্‌; সে কাজটা অনায়াসে হতে পারে। এ বুদ্ধিটা যে আমাদের এতদিন যোগায় নি সেইটাই নিন্দের কথা। তরিতরকারীগুলো ইঁদুরে বাঁদরে ও অপর দশজনে খেলে আমাদের লাভ কি? মহেন্দ্র বাবু সাধু মানুষ, সাধু মানুষের সেবাতেই যাওয়া ভাল।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা মহেন্দ্র বাবুর ভবনের দ্বারে পৌঁছিলেন। বাড়ীতে পদার্পণ মাত্র মহেন্দ্রনাথের জননী তাঁহাদের অভ্যর্থনার

জন্য পাকশালা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। রায় গৃহিণী ও নয়ন-তারার এই ভবনে প্রথম পদার্পণ নয়। রায় পরিবারের সকলেই বৃদ্ধার সুপরিচিত; বিশেষতঃ নয়ন-তারা। নিজ পুত্রের মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া বৃদ্ধার কর্ণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তৎপরে নিজে তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া যাহা জানিয়াছেন তাহাতেও মন মুগ্ধ হইয়াছে। আজ উভয়কে সমাগত দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন,—"একি ভাগ্যি! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম"।

রায় গৃহিণী। (হাসিয়া) ভাগ্যি ত আমাদের, আপনার মত মানুষকে দেখ্‌লেও পুণ্যি আছে।

নয়ন-তারা। তাতে সন্দেহ কি!

এই বলিয়া বৃদ্ধার চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি লইলেন।

বৃদ্ধা। বেঁচে থাক মা! মনের মত বর হোক।

রায় গৃহিণী। (হাসিয়া) কাজেই ঐ আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন বৈ কি। হাতের লোহা ক্ষয় যাক্, এ কথাত বল্‌বার যো নেই। (উভয়ের হাস্য)।

বৃদ্ধা। (হাসিয়া) তোমরাইত তা বল্‌তে দিচ্চ না। তা না হলে ও কি আজ মায়ের আঁচল ধ'রে বেড়ায়! আজ যে ও পাঁচ ছেলের মা।

রায় গৃহিণী। মেয়ের বিয়ে দেবার যে সুখ, তাত চারি দিকে দেখ্‌ছি। ওরা যা আছে ভালই আছে; সংসারের কোনও জ্বালা জানে না; খায় দায় আমোদে আহ্লাদে কাল কাটায়, এইত বেশ।

বৃদ্ধা। তা ঠিক, আমরা কি রকম করে শাশুড়ীর ঘর করেছি মনে হয়? তা ভাব্‌লে বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মের অনেক পুণ্যির জোরে ওদের এমন সুখে দিন যাচ্চে।

গৃহিণীদ্বয়ের কথাবার্ত্তাতে নয়ন-তারার কিছু কিছু সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। তাই তিনি কথোপকথনের গতি ফিরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন; "মহেন্দ্র বাবু কোথায়?"

বৃদ্ধা। সে ছেলে ছুটোকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছে। সে দুটোর জ্বালায় কি কাজ কর্‌তে পারি? চোকে কাণে দেখ্‌তে দেয় না; সর্ব্বদাই মারামারি টিকটিকি। মা পড়ে যেন একেবারে ঋষ্যশৃঙ্গের পদ পেয়েছে।

রায় গৃহিণী। চলুন দেখি ছেলে দেখে আসি।

ক্রমে সকলে সূতিকাগৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নয়ন-তারা দেখিলেন ছেলেটাকে একটু ময়লা নেকড়া পাতিয়া শয়ন করাইয়া রাখা হইয়াছে ও গায়ে একটু ছেঁড়া রেপার চাপা দেওয়া আছে। প্রসূতি গায়ে একটা জামা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে শীত নিবারণ হইতেছে না। টেঁপী জননীর কাছে বসিয়া কাঁদিতেছে ও মাকে টানিতেছে। জননী যে দুই চারিদিন সর্ব্বদা শয়ন করিয়া আছেন, এটা তাহার ভাল লাগিতেছে না। বৃদ্ধা দ্বারে আসিয়াই বলিলেন, "আমাদের চাকর বাকর নেই, একটা বোষ্টোমের মেয়ে বাসন ক'থানা মেজে ও জল তুলে দিয়ে যায়, বৌ পড়ে থাকাতে ওই মেয়েটার অনন্ত অবস্থা হয়েচে। একে এঁড়ে পেয়েছে, তাতে গায়ে কতগুলো গরল হয়েচে, সর্ব্বদাই ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে।"

রায় গৃহিণী। ওমা দিব্বি ছেলেটী হয়েছেতো, কেমন চোক দুটী পটল চেরা, নাকটী টিকোলো,' হাঁটী ছোট, কার মত হয়েছে? মার মত না বাপের মত?

বৃদ্ধা। ও গো ও বাপ্ মা কারু মত হয় নি; ওর এক সেজ মামা আছে ও তার মত হয়েচে।

মাতা ও কন্যাতে শিশুটীকে দেখিয়া প্রত্যেকে তাহার হস্তে পাঁচ পাঁচ টাকা দিলেন।

নয়ন-তারা। (মহেন্দ্রনাথের মাতার প্রতি) দেখুন, আপনিত আমাকে ভালবাসেন।

বৃদ্ধা। তোমাকে কে ভালবাসে না মা? তোমার গুণে তোমাকে যে দেখে সেই ভালবাসে।

নয়ন-তারা। তা হলে আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌তে হবে।

বৃদ্ধা। কি অনুরোধ বল।

নয়ন-তারা। আমি খোকার জন্যে ও খোকার মায়ের জন্যে কতগুলো গরম জামা টামা সেলাই ক'রে এনেছি, আমি সেগুলো পরিয়ে দিতে চাই। শীতটা খুব পড়েছে; ওরকম ক'রে ফেলে রাখ্‌লে অসুখ করতে পারে; আর এগুলো পরিয়ে দিলে, আগুণে সেঁক টেক বেশী দিতে হবে না, ভালই থাক্‌বে।

বৃদ্ধা। এই কথা? পরিয়ে দিলে তুমি যদি সুখী হও তবে দেও; আমার

মতেত কিছু হচ্চে না; সবইত তোমাদের মতে হচ্চে; তবে এটা কেন বাকি থাকে?

নয়ন-তারা অনুমতি পাইয়া প্রসূতির ও শিশুর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, নিজের আনীত গরম মোজা ও জামা পরাইয়া দিলেন; এবং সেই সামান্য গৃহে ও সেই সামান্য আয়োজনে ঘরটা যতদূর পরিষ্কার করিতে পারা যায়, করিয়া দিয়া প্রসূতিকে বলিলেন—"টেঁপীকে আমি আপাতত এক মাসের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। ও এখন আমার কাছেই থাক্‌বে। এখানে ওকে দেখ্‌বার কেউ নেই।"

প্রসূতি। ওমা ওকে কি আপনি রাখ্‌তে পার্‌বেন? ওর গায়ে কতগুলো গরল হয়েছে, সেইজন্যে রেতে ঘুমোয় না, ও যে আপনাকে জ্বালাতন করে মার্‌বে।

নয়ন-তারা। তা হোক আমি গরলের ওবুধ দেবো।

প্রসূতি। ঠাকুরণকে একবার বলুন।

নয়ন-তারা। তা বল্‌ছি। (মহেন্দ্রনাথের জননীর নিকট গিয়া হাসিয়া) দেখুন, আর একটু কথা আছে, আমি কিন্তু টেঁপীকে নিয়ে যাচ্ছি।

বৃদ্ধা। তা হলেত আমরা বাঁচি। কিন্তু ও রেতে তোমাকে ঘুমোতে দেবে না।

নয়ন-তারা। তা দেখা যাবে।

এই বলিয়া টেঁপীকে কোলে লইতে গেলেন। টেঁপী কোলে আসে না। সে দুই কি আড়াই বৎসরের মেয়ে। পেটটী এমনি উঁচু যে দাঁড়াইলে বোধ হয় যে নিজের পায়ের নখ নিজে দেখিতে পায় না। তাহাতে আবার একটী গোঁড় আছে! সেটী বোধ হয় শৈশব কালে চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া প্রস্তুত করিয়াছে। সেই সুগোল টেঁপটীতে খাদ্যসামগ্রী কিছু আছে কি না বুঝিবার সাধ্য নাই। খাদ্যে পূর্ণ থাকিলেও যাহা, না থাকিলেও তাহা; সর্ব্বদা উঁচু। টেঁপটির বিস্তৃতি ও পীনতা যেরূপ অপর অঙ্গের সেরূপ নয়। পদদ্বয় ও বাহুদ্বয় প্লীহারোগাক্রান্ত রোগীর ন্যায় ছিনেপড়া। নিতম্ব আছে কি নাই; যেন টেঁপের আকর্ষণে টেঁপের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। কোমরে একটী ঘুনসী তাহাতে একটী তামার মাদুলী গাঁথা। তন্মধ্যে পিতামহীর দত্ত কোনওপ্রকার

ঔষধ আছে; হাতে দুগাছি রূপার বালা। নাকে একটী নোলক আছে, তাহা নিরন্তর প্রবাহিত পোঁটার সহিত জড়িত হইয়া আকৃতিতে দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে! যাহা হউক টেঁপী বাড়ী ছাড়িয়া কোন মতেই যাইতে সম্মত নহে। নয়ন-তারা কত ভুলাইলেন সে কিছুতেই যাইতে সম্মত নয়। অবশেষে তাহাকে কোলে করিয়া হাতে একটু মিষ্ট দিয়া, এটা ওটা সেটা দেখাইয়া, একথা সেকথা বলিয়া, এমন মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, যে টেঁপী যে পরের বাড়ী চলিল, তাহা আর বুঝিতে পারিল না।

জননী। (পথে যাইতে যাইতে) মেয়েটাকে যে আজই আন্‌লি, রাখ্‌তে পার্‌বিত? যে এক গা গরল, আমাদের বাড়ীতে গরল দেবেনাত?

নয়ন-তারা। সাধে কি এনেছি, দেখ্‌লেত কি রকম অবস্থা! চাকর বাকর নেই, দেখ্‌বার একটী লোক নেই, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে বেড়ায়, এরূপ অবস্থায় গরল না হওয়াই আশ্চর্য্য। দেখ না আমি দুদিনে ওর গরল সারাচ্চি।

ক্রমে তাঁহারা গৃহে পৌঁছিলেন, টেঁপীকে নামাইবামাত্র গৃহের সকলে ছুটিয়া আসিল।

সৌদামিনী। মা গো! মেয়েটার গায়ে গরল দেখ!

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) ওকে কিন্তু এখানে রাখ্‌ব বলে এনেছি।

সৌদামিনী। না দিদি! সত্যি বল্‌ছ না! ও মা! তবেই গিছি! তবেই আমার আর তোমার ঘরের পাশে থাকা হয়েছে। ও কি সমস্ত রাত ঘুমোতে দেবে।

নয়ন-তারা। তা আমি আগেই ভেবেছি, তোকে টুনীর সঙ্গে পশ্চিমের ঘরে দেব।

সৌদামিনী। তুমিত ঘরে একটু অপরিষ্কার সইতে পার না, ওই গরলে মেয়েটাকে নিয়ে থাক্‌বে কি করে?

নয়ন-তারা। দেখিস্ না তিন দিনে আমি ওর গরল সারাচ্চি।

মিনীর একটী সমবয়স্কা অতিথি বাড়ীতে আসিয়াছে, সে কৌতুহলাবিষ্টা হইয়া নবাগত বালিকাকে আপাদ মস্তক দেখিতেছে। টুনী মিনীকে ঠেলিয়া—"সরে দাঁড়া, গরল দেখছিস্ নে, তোর গরল হবে।"

নয়ন-তারা। (নন্দরাণীর প্রতি) দেখ ভাই! যে কটাদিন গরলটা না সারে, ছেলেগুলোকে একটু সাবধান রাখ্‌তে হবে। আমি ক্ষান্ত চাকরাণীকে এর জন্যে বিশেষ করে রাখব। সর্ব্বদা দূরে দূরে নিয়ে বেড়াবে। আর আমাদের বাড়ীর ছেলেরা এমন নোংরা থাকে না, ওদের গরল হবার ভয় নেই।

পরদিন প্রাতে আহারের সময়ে এই মেয়েটীকে লইয়া ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে মহা হাসাহাসি হইল।

সৌদামিনী। দিদী মহেন্দ্র বাবুর মেয়েটাকে এনে খুব জব্দ হয়েচে। আমাকেত টুনীর ঘরে দিয়েচে; নিজে ঘুমাবে কি, মেয়েটার চেঁচানিতে আমারই ভাল ঘুম হয় নি। ওই গরলশুদ্ধ মেয়েটাকে বুকে করে সমস্ত রাত ঘুরে বেড়িয়েছে। সে মহেন্দ্র বাবুর মেয়ে! তার নাকের পোঁটা পেটে মোছা অভ্যেস, সে পেটে পোঁটা মুছতে যায়, দিদী বলে, "ছি! ছি! পেটে মুছ না," দৌড়ে গিয়ে নিজের রুমালে নাকের পোঁটা মুছে দেয়। দিদী এদিকে কেমন পিট্‌পিটে তাত জান, ঘরের মেজেতে এক ফোঁটা কালী পড়্‌লে, যতক্ষণ সেটুকু না তুল্‌বে ততক্ষণ তার নিস্তার নেই! প্রতিদিন সকালে ম্যাথরের সঙ্গে সারা বাড়ী ঘুরে কি করম পরিষ্কার করায় তাত দেখেছ; কিন্তু কাল রাত্রে তেমনি জব্দ হয়েচে; অত বড় মেয়েটা বল্‌তে পারে না, যেখানে সেখানে অপরিষ্কার করে, আর ক্ষান্ত চাকরাণীটা পরিষ্কার করে মরে। সকালে উঠে দিদীর কাণ্ড যদি দেখ্‌তে! নিজের হাতে কার্‌বলিক সোপ দিয়ে মেয়েটাকে পরিষ্কার করে, নাইয়ে, ধুইয়ে, গরলের ওষুধ দিয়ে, দুধ খাইয়ে, পরিষ্কার ফ্রক পরিয়ে, কোলে বসিয়ে বলে, "লক্ষ্মি! আমি তোমার মাসী হই, আমাকে মাসী বল।" মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে বলে, "না মাছি না, আমি মা যাব।"

সৌদামিনী অভিনয় সহকারে মেয়েটার ভাবভঙ্গী এমনি দেখাইলেন, যে সকলেই হাসিয়া উঠিল। সুরেশচন্দ্রের অট্টহাস্যে ঘর ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় নয়ন-তারা পার্শ্বের ঘর দিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "বুঝেছি গো বুঝেছি, আমাকে নিয়ে হাসাহাসি হচ্চে।"

সুরেশ। Welcome! welcome! new mother with a new baby—অর্থাৎ, এস এস নূতন শিশুর নূতন মা।

নন্দরাণী। (দৌড়িয়া গিয়া নয়ন-তারাকে ধরিয়া) ঠাকুর ঝি! একটীবার এস না ভাই! মেজ ঠাকুরঝী মেয়েটার মুখভঙ্গী কি রকম নকল কর্‌ছে দেখ এসে।

নয়ন-তারা। যাও যাও হাসি ঠাট্টার বিষয়ই বটে; তোমরা কেবল হাসি ঠাট্টা নিয়েই আছ বৈত নয়?

নন্দরাণী। আমি ত ভাই তোমার পক্ষ নিয়েছি।

নয়ন-তারা। নিয়েছ বেশ করেছ, ছেড়ে দাও, বাবা কেন ডেকেছেন দেখে আসি। (প্রস্থান)

সেই দিন বৈকালে মহেন্দ্রনাথ ও হরেন্দ্র নয়ন-তারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

মহেন্দ্র। (হাসিয়া) বেশ ত, আমার মেয়েটী চুরি করে এনেছেন। আমি বাড়ীতে এসে মেয়ে খুঁজি, মেয়ে পাই না, শেষে শুনি আপনি এনেছেন। আপনারা যাবেন আগে কেন বলে পাঠান নি, তা হ'লে আমি বাড়ীতে থাক্‌তাম।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) কি আর বলে পাঠাব, নূতন জায়গা ত নয়। আমি কিন্তু মেয়েটাকে বরাবরকার জন্যে এনেছি, ওকে আর দেব না।

মহেন্দ্র। কৈ তাঁরা ত তা বল্‌লেন না?

নয়ন-তারা। আমি ওর মাকে বলে এনেছি, এক মাসের জন্যে নিয়ে চল্‌লাম, কিন্তু আমার মনের কথা যে ওকে কাছে রেখে মানুষ কর্‌বো। ওর মা এতগুলি ছেলে নিয়ে পেরে ওঠেন না।

মহেন্দ্র। আপনি কাছে রেখে মানুষ কর্‌বেন সেটা ত ওর সৌভাগ্যের কথা। এমন সৎসঙ্গ আর কোথায় পাবে।

নয়ন-তারা। ভালবেসে যা ইচ্ছে বল্‌তে পারেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিলাম, আমি কিন্তু মনে স্থির করেছি।

মহেন্দ্র। আচ্ছা মাকে ও গৃহিণীকে একবার বলি। (একটু মৌনী থাকিয়া) আপনার সদাশয়তার যেন অন্ত নাই।

নয়ন-তারা। আপনি ওরূপ করে কথা বল্‌লে আমি এখান হতে উঠে যাব। আমরা পরস্পরের জন্যে যদি এতটুকুও না করি, তা হলে আমাদের মানুষের সমাজে না থাকাই উচিত, বনে বাঘ ভালুকের সঙ্গে থাকাই ভাল।

মহেন্দ্র। আপনার—

নয়ন-তারা। (বাধা দিয়া) আপনাকে কতবার বলেছি, আমাকে আপনি আপনি বল্‌বেন না; আপনি বাবার বন্ধু, আমি আপনার পায়ে বসে শিখ্‌তে পারি, আমাকে আপনি আপনি কেন বলেন?

মহেন্দ্র। (হাসিয়া) তুমিটা আসে না যে। আমার পায়ে বসে আপনি শিখ্‌বেন? আপনার কাছে আমাদের ঢের শেখ্‌বার আছে।

নয়ন-তারা। ছি ছি! অমন কথা বল্‌বেন না; আপনারা হলেন সাধু ভক্ত মানুষ, আমি একটা অজ্ঞ অধম স্ত্রীলোক, আপনাদের সঙ্গে আমার তুলনা কর্‌বেন না; আপনারা ধার্ম্মিক, আমি ধর্ম্মের কিছুই জানি না।

মহেন্দ্র। আমাদের ধর্ম্ম মুখে আছে; আপনার ধর্ম্ম কাজে আছে; ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবে প্রেম এই ত ধর্ম্মের সার। তা আপনার আছে।

নয়ন-তারা। (বিনীতভাবে) ঈশ্বরে ভক্তি ত দূরের কথা, যা না হ'লে মানুষের ভক্তিতে অধিকার জন্মে না, তাই আমার হয়ে উঠ্‌ছে না।

হরেন্দ্র। সেটা কি?

নয়ন-তারা। সেটা কি তাকি আপনারা জানেন না? জীবনের কর্ত্তব্য-গুলো ভাল করে সাধন করা। লোকে বলে অনেক তপস্যা না হলে ঈশ্বরে ভক্তি হয় না; আমি বলি হৃদয় মনকে পবিত্র রাখা ও জীবনের কর্ত্তব্যগুলো ভাল করে করাই প্রধান তপস্যা।

মহেন্দ্র। তাতে আর সন্দেহ কি?

নয়ন-তারা। আপনারা ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তির কথা বলেন, আমার লজ্জা হয়; আমি মনে করি ভগবান ত দূরে, মানুষের প্রতি যা করা উচিত তাই ভাল করে কর্‌তে পারা গেল না।

ইহার পরেই মহেন্দ্রনাথ বিদায় হইলেন। পথে যাইবার সময় নয়ন-তারার কথাগুলি তাঁহার মনে ঘুরিতে লাগিল। তিনি মনে মনে বার বার বলিতে লাগিলেন, "হৃদয় মনকে পবিত্র রাখা ও জীবনের কর্ত্তব্যগুলি সুন্দররূপে করাই প্রধান তপস্যা," কি কথাগুলিই শুন্‌লাম।

মহেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেই নয়ন-তারা নিজের চেয়ারখানি টানিয়া হরেন্দ্রের নিকট লইলেন। ধনুটীর ছিলা খুলিয়া দিলে দণ্ডটী যেরূপ হয়, মনটী যেন

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সেইরূপ প্রমুক্তভাব ধারণ করিল! হৃদয় স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য্যে পূর্ণ হইল। একটু হাসিয়া হরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনি কি ভাব্‌ছেন?"

তখন হরেন্দ্রের মন পূর্ব্বকার কথোপকথনের ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে। তাঁহারও মনে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি ঘুরিতেছে ও প্রাণে এই উচ্চ আদর্শের উপযুক্ত হইবার জন্য দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা উঠিতেছে। নয়ন-তারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাব্‌ছেন?"

হরেন্দ্র। আপনার একটা কথা মনে ঘুর্‌ছে।

নয়ন-তারা। কোন্ কথা?

হরেন্দ্র। হৃদয় মনটা পবিত্র রাখা ও জীবনের কর্ত্তব্যগুলো ভাল করে করাই প্রধান তপস্যা।

নয়ন-তারা। এ কথা ত আপনার কাছেই শিখেছি। আমাতে যা কিছু ভাল আছে, সব ত আপনার।

এই কথাগুলি নয়ন-তারা এমনভাবে বলিলেন যে, হরেন্দ্রের পৃষ্ঠে যেন কে ঘন ঘন কষাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ঘোর আত্ম-নিন্দা মনে জাগিয়া উঠিল। বসিয়া থাকা যেন কঠিন বোধ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি কি এই নারীর উপযুক্ত? তখন এমনি মনে হইতে লাগিল যে, মনকে যদি পান ত তার কাণ মলিয়া দেন, তুমি এ নারী পাইবার কামনা কেন কর। তাঁহার মনের ভিতর দিয়া যে এত ভাব গেল নয়ন-তারা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

নয়ন-তারা। ভাল কথা মনে, আপনাকে একটা কথা বল্‌ব মনে ভেবেছিলাম ভুলেই যাচ্ছিলাম।

হরেন্দ্র। কি কথা।

নয়ন-তারা। আমি টেঁপী ছাড়া আরও দুই তি[illegible] মেয়ের লেখাপড়া শেখ্‌বার সাহায্য কর্‌তে চাই। তার কিছু উপায় বল্‌তে [illegible]ন?

হরেন্দ্র। আগে কথাটা আমাকে বুঝ্‌তে দিন।

নয়ন-তারা। কথাটা ভেঙ্গে বল্‌ছি। দাদা কিছুদিন থেকে আমাকে মাসে ২৫৲ টাকা করে দিচ্চেন, তাত আপনি জানেন; সেই ২৫৲ টাকার ৫৲